একাদশ বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

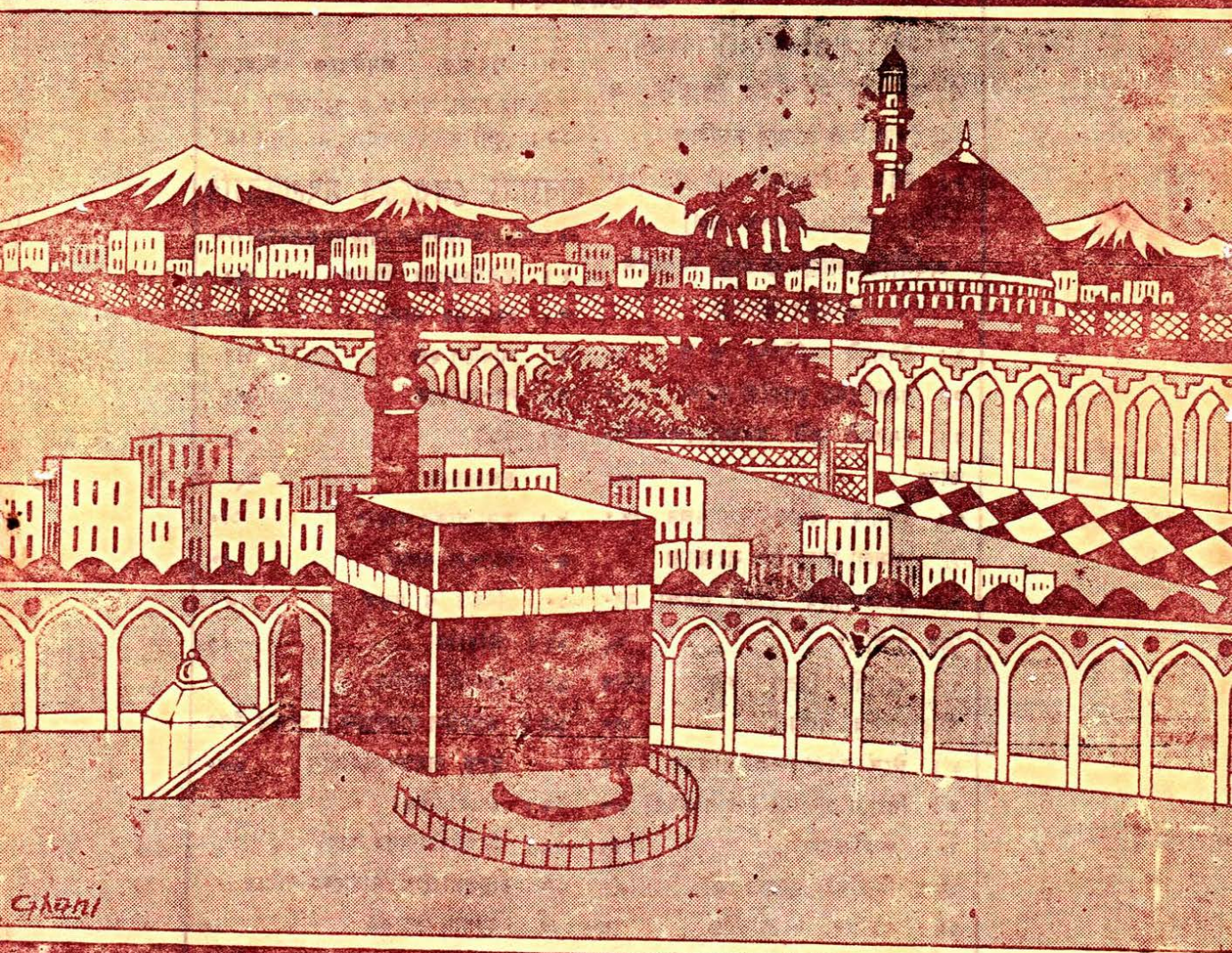

সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ, যামাদিউস্‌সানী ১৩৮৩ হিঃ, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৭০ বংগাব্দ	ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

١٩٧ الحج اشهر معلومت، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد

১৯৭। হজ্জ-কাল জানা কয়েকটি মাস। অনন্তর কোন ব্যক্তি যদি ঐ মাসগুলিতে [হজ্জ-ক্রিয়া আরম্ভ করতঃ] নিজের প্রতি হজ্জ অবধারিত করে তাহা হইলে হজ্জে না চলিবে স্ত্রী-সহবাস বা কামোদ্রেককারী বাক্যালাপ, না চলিবে ধর্ম-বিগর্হিত কাজ, আর না চলিবে ঝগড়া-বিবাদ।২১৩ আর তোমরা যে কোন কল্যাণকর কাজ কর তাহা আল্লাহ জানেন।

২১৩ 'হজ্জকালে নিষিদ্ধ' বলিয়া যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ স্ত্রী-সহবাস বা কামোদ্রেককারী বাক্যালাপ হজ্জ ছাড়া অন্য সময়ে নিষিদ্ধ নয়। কাজেই ইহা

www.ahlehadeethbd.org

التقوى واتقون يا اولى الالباب .

আর তোমরা পাথেয় লও। [মনে রেখ,] আত্মরক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়।[২১৪] আর, হে বুদ্ধিমানগণ, তোমরা আমাকে সমীহ করিয়া চল।

١٩٨ ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفت فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه

১৯৮। তোমাদের রবের তরফ হইতে আগত অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমরা [হজ্জের মওসমে] চেষ্টা-চরিত্র করিলে তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না।[২১৫] অনন্তর তোমরা যখন আরাফাত হইতে অন্যত্র ধাবিত হইবে তখন 'আল্-মাশ্'আরুল্ হারাম'-এর নিকটে

নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য বুঝা যায়। কিন্তু অপর বিষয় দুইটি সকল সময়েই নিষিদ্ধ বলিয়া এই দুইটিকে হজ্জ কালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার তাৎপর্য স্পষ্ট নয়। এই কারণে তফসীরকারগণ এ সম্বন্ধে দুইটি সমাধান দিয়াছেন। প্রথম সমাধান এই যে, যে কাজ করা সকল সময়েই অন্যায় তাহা যদি ইবাদতে মশগুল থাকা কালে করা হয় তবে উহা যারপরনাই গর্হিত হইয়া উঠে। হজ্জ এক প্রকার ইবাদত। ইহা সাধারণ 'ইবাদত নয়—ইহা 'ইবাদতের চরম পরিণতি।

বিভিন্ন রিপুর তাড়নায় মানুষ ইবাদত ছাড়া অন্য সময়ে খিলাফ শরীআত কাজ ও ঝগড়া বিবাদ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু আল্লার নিদর্শন যিয়ারত কালে এই উভয় কাজই যারপর নাই অন্যায় ও অসঙ্গত। লোকে যাহাতে বিষয় দুইটি হইতে বিরত থাকিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হয় এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ বিষয় দুইটি উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় সমাধান এই যে, এখানে ফুসূক (فسوق) বলিয়া হজ্জ-কালে নিষিদ্ধ কাজগুলির দিকে এবং জিদাল (جدال) বলিয়া হজ্জে করণীয় ব্যাপারগুলি সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২১৪। তফসীরকারগণ বলেন ঃ য়ামান প্রদেশের এক দল লোক শূন্য হাতে হজ্জ করিতে আসিত এবং বলিত, "আমরা যখন আল্লার নিদর্শনগুলির যিয়ারতে আসিয়াছি, তখন তিনিই আমাদিগকে আহার যোগাইবেন। তারপর, তাহারা মক্কা পৌঁছিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিয়া যাইত এবং তাহাদের কেহ কেহ লুট তারাজও করিয়া বসিত। তাই হজ্জে আগমনকারীদিগকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন তাহাদের পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে লইয়া আসে এবং অপমান লাঞ্ছনা হইতে নিজেদেরে রক্ষা করে।

আয়াত অংশটির আর এক প্রকার ব্যাখ্যাও করা হয়। তাহা এই—তোমরা আখিরাত-সফরের সম্বল সঙ্গে লইয়া যাইও; মনে রাখিও অধর্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলাই আখিরাত-সফরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল।

২১৫। আয়াতে বর্ণিত আল্লার তরফ হইতে আগত "অনুগ্রহের" তাৎপর্য হালাল রুযী সংগ্রহ করা।

সেকালে হজ্জের মওসমে যুল্-কা'দা মাসের প্রথম তারীখ হইতে যুল্-হিজ্জা মাসের ৯ই তারীখ পর্যন্ত মক্কার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসিত। মক্কাবাসীগণ এবং মক্কার আশে পাশের বাশিন্দাগণ ঐ মেলাগুলিতে বেচা-কেনা করিয়া বিশেষ লাভবান হইত। হজ্জে মশগুল থাকা কালে ঐ মেলাগুলিতে পণ্য দ্রব্য বেচা-কেনা করিয়া রুযী রোজগার করার অনুমতি এই আয়াতে দেওয়া হইয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

كما هدكم وان كنتم من قبله لمن
الضالين ۝

١٩٩ ثم افيضوا من حيث افاض
الناس واستغفروا الله ان الله غفور
رحيم ۝

٢٠٠ فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا
الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن
الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا
وما له في الاخرة من خلاق ۝

-গিয়া আল্লার যিক্‌র করিও[২] —এবং আল্লাহ তোমাদিগ।কে যে ভাবে হিদায়ত করিয়াছেন তোমরা সেই ভাবেই তাঁহার যিক্‌র করিও। আর ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা ইতিপূর্বে ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

১৯৯। তারপর [আর একটি কথা এই যে,] সকল লোকে যে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে তোমরাও সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইও[২১৭]—আর আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়াবান।

২০০। অনন্তর, তোমরা যখন তোমাদের [করণীয়] হজ্জ-অনুষ্ঠানগুলি সমাপন করিবে তখন তোমরা আল্লার যিক্‌র ঐ ভাবে করিও যে ভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের যিকর করিয়া থাক—বরং তদপেক্ষা স্থির চিত্তে ও দৃঢ় স্বরে। বস্তুতঃ কতক লোক এমন আছে যাহারা বলে, "হে আমাদের রব্ব, আমাদিগকে দুনয়াতে দান কর।" উহাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই।

২১৬। 'আল্‌মাশ'আরুল্ হারাম' এর তাৎপর্য মুযদালিফা।

২১৭। কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই হুকম করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে দুইটি মত পাওয়া যায়। একটি মত এই যে, কুরাইশ ও কানানা গোত্রদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া এই হুকম করা হইয়াছে। এই মতের ভিত্তি হযরত 'আয়িশা রাঃ-র উক্তির উপরে অবস্থিত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত 'আয়িশা রাঃ আয়াতটির যে ব্যাখ্যা দেন তাহা এইরূপ :—

'আরাফাত হারাম শরীফের সীমার বাহিরে অবস্থিত, আর মুযদালিফা হারাম শরীফের অন্তর্ভুক্ত। হজ্জকালে কুরাইশ ও কানানা, গোত্রদ্বয়ের লোকেরা আরাফাত পর্যন্ত না গিয়া মুয্‌দালিফা হইতেই ফিরিয়া যাইত। তাহারা নিজেদেরে কুলীন বলিয়া দাবী করিত এবং অারও দাবী করিত যে, তাহারা যেহেতু হারাম শরীফের অধিবাসী কাজেই হজ্জকালে তাহাদের পক্ষে হারাম শরীফের বাহিরে যাওয়া অন্যায় ও অধর্ম হইবে। এই আয়াতে কুরাইশ ও কানানা গোত্রদ্বয়কে আদেশ করা হইয়াছে যে, আর সকল লোকে যেমন 'আরাফাত পর্যন্ত গিয়া ফিরে তোমাদেরও সেইরূপ আরাফাত পর্যন্ত পৌঁছিতে হইবে। হযরত আয়িশা রাঃ বলেন, ইহাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় মতটি এই যে, সকল মুসলিমকে উদ্দেশ্য করিয়া এই আদেশ করা হইয়াছে এবং (الناس) 'লোক' বলিয়া হযরত আদম আঃ হযরত ইবরাহীম আঃ ও হযরত ইসমাঈল আঃ-কে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ, ঐ পয়গম্বরগণ যে পর্যন্ত গিয়াছেন তোমাদেরও সেই পর্যন্ত যাইতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

٢٢١ ومنهم من يقول ربنا اتنا
في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا
عذاب النار ٥

২০১। আর কতক লোক এমনও আছে, যাহারা বলে, "হে আমাদের রব, আমাদিগকে দুনয়াতে মঙ্গল ও আখিরাতে মঙ্গল দান করুন, এবং [জাহান্নামের] আগুনের শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

٢٢٢ اولئك لهم نصيب مما كسبوا
والله سريع الحساب ٥

২০২। এই [দ্বিতীয় প্রকার] লোকগুলি— ইহারা [ঈমান প্রভৃতি] যাহা আহরণ করিয়াছে তাহার [প্রতিদানের] মধ্যে ইহাদের বিশিষ্ট অংশ রহিয়াছে। আর আল্লাহ হিসাব-গ্রহণে অতি দ্রুত।

আয় মরুর হাওয়া—

সুজাউল কোরবান

আয় মরুর হাওয়া—
মনের চির চাওয়া।
ফুটলো বুকে যার ফেরদৌস গুল
নিখিল বিশ্বে যার নাহি সমতুল
চিত্ত-চকোর যার সুধা-মশগুল
তারি সুরভি বাওয়া॥
আঁধার ভুবনে উদিল যে রবি
যথা সত্য-সৌন্দর্যের মূর্ত্ত ছবি
প্রশস্তি গায় যার মরমি কবি
ধরার চির চাওয়া॥
মরতের মানবতা কেন্দ্রীয় তীর্থ
পালন করিতে যেথা জীবন-ব্রত
দিল্ রওজা-পাক যিয়ারতে মত্ত
চিত্ত গযল গাওয়া॥

www.ahlehadeethbd.org

মহামতি ইমাম নাছাঈ (রহঃ)

মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী

ধর্মীয় বিদ্বানগণের মধ্যে যে সকল মনীষী গণ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'র ইল্‌মে অগাধ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া 'ইমাম' ও 'মুহাদ্দিস' এর গৌরবময় পদবীতে ভূষিত হইয়া ভুবন বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম মহামতি ইমাম নাছাঈ (রহঃ)। তাঁহার প্রকৃত নাম আহমদ, উপনাম আবু আবদুর রহমান। বংশ সূত্রঃ আহমদ ইব্‌ন শোআইব-ইবন-আলী ইব্‌ন বহর ইব্‌ন ছিনান-ইব্‌ন-দীনার নাছাঈ।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কথা, তখন হাব্বাছীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ। খলিফা আবদুল্লাহ আল-মামূন শান্তিনগর—বাগদাদের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ়। এই আব্বাছীয় রাষ্ট্রের একটি প্রদেশের নাম 'খোরাসান'। বর্তমানে ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। অত্র প্রদেশের অন্তরগত 'নাছা' একটি বিখ্যাত জনপদ। ইমাম আহমদ নাছাঈ হিজরী ২১৪ অব্দে এক শুভ লগ্নে অত্র 'নাছা' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবর্ষ সম্বন্ধে জীবনেতিহাস লেখকগণের মধ্যে প্রচুর মতদ্বৈধতা পরিদৃষ্ট হয়। কাহারও মতে তাঁহার পয়দাইশ সন ২১০, কেহ ২১৪ এবং কেহ কেহ ২২১ হিজরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহামতি ইমাম আহমদ 'নাছা' জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরকালে তিনি 'ইমাম নাছাঈ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

'নাছা' জনপদে তৎকালে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষার বেশ সুব্যবস্থা ছিল। ইমাম নাছাঈ শৈশবকালে স্বীয় জন্মভূমিতেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জীবনের প্রভাতকাল হইতেই অনন্যসাধারণ মেধা ও কুশাগ্র বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। অধ্যয়ন কালে অনেক সময় তিনি বিনম্রভাবে স্বীয় উস্তাযগণ সমীপে অতীব সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বসিতেন। কোন কোন সময় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা তদীয় উস্তাযগণের পক্ষে কষ্ট-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইত। তিনি কোন বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জ্ঞাতার্থে প্রশ্ন উপস্থাপনে যখন অনর্গল বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখন সহধ্যায়ীগণ বলিতেন, "খোকন! তুমি এখনও কচি শিশু, খোদা তোমায় দীর্ঘজীবী করুন! বেশ, বড় হইলে হ'বে ক্ষণ।" উস্তায সাহেব বলিতেন, তোমরা ওকে বাধা দিওনা; বলিতে দাও, কচি শিশু হইলে কি হইবে? ওর মেধা মস্তিষ্ক সুপ্রখর, রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করিলে উহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে, একদিন যশস্বী বিদ্বানের মসনদ লাভ করিবে, ইহারই পূর্ব লক্ষণ এইসব।

ইতিহাস অতীত জাতি-ধর্মের উত্থান-পতন অবগতির প্রকৃষ্ট বাহন। ইতিহাসে হিজরী তৃতীয় শতক—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী ইসলামী হুকুমতের পরম উন্নতির যুগ। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এই যুগে। রাষ্ট্রের বড় বড় শহর ও নগরগুলি ইসলামী বিজ্ঞান-দর্শন শিক্ষা লাভের মহাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রতিটি নগরে বন্দরে স্থাপিত হইয়াছিল ইসলামী মহাবিদ্যালয়। ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানপিপাসুগণ চতুর্দিকে হইতে ছুটিয়া আসিতেন এই সকল শিক্ষা কেন্দ্রের দিকে পরম আগ্রহে। এই শাস্ত্রজ্ঞান-তৃষিত জনের অন্যতম ছিলেন ইমাম নাসাঈ। তিনি

www.ahlehadeethbd.org

শৈশবে স্বদেশের বিদ্যাপীঠে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সবিশেষ জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর হাদীস শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ ও হাদীসের তত্ত্ব উপলব্ধির অভিলাষে হইয়া উঠেন অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তিনি যখন পঞ্চদশ বর্ষে উপনীত হইলেন, তখন বহির্গত হইয়া পড়িলেন বহির্দেশে পর্যটনে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হিজায, নজদ, খোরাসান এবং জযীরা ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন অলিকুল সদৃশ হাদীস-পরিমল আহরণ মানসে।

এই সকল দেশের বহু প্রখ্যাতনামা মুহাদ্দিসের শিক্ষা চক্রে তিনি প্রবেশ লাভ করিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত হাদীস অধ্যয়ন করেন। উপরন্তু হাদীস-ই-নববীর অমূল্য সম্পদ সুসংরক্ষণ সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি উহা লেখনীর সাহায্যে লিপিবদ্ধকরণে ব্রতী হন। তিনি যে প্রসিদ্ধ উস্তাযমণ্ডলীর নিকট হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মুহাদ্‌দিস কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ইস্‌হাক-ইবন রাহওয়ায়, আলী-ইবন-খশরম মাহমুদ-ইবন-গীলান এবং মহামতি ইমাম আবু-দাউদ (রহঃ) এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাফিযুল হাদীস ইবনে হজর আসকালানী তাহযীবুত্তাহযীব গ্রন্থে মুহাদ্দিস-কুল-শিরোভূষণ ইমাম বোখারী (রহঃ) কে ইমাম নাসাঈর উস্তায প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শাগরেদের মধ্যে যদি থাকে প্রখর মেধারত্ন, সুতীক্ষ মস্তিষ্ক, আদর্শ চরিত্র, অনাবিল উস্তায ভক্তি এবং পাঠের প্রতি সুতীব্র অনুরাগ, তাহা হইলে উস্তায স্বভাবতঃই এরূপ শাগরেদের প্রতি হন স্নেহপ্রবণ, উন্মুক্তপ্রাণ ও দরিয়াদিল। এদিকে ইমাম নাসাঈ ছাত্র জীবনে এই সকল গুণ সদ্‌রাজিতে ছিলেন অতুলরূপে বিভূষিত বিধায় উস্তায মণ্ডলী তাঁহার নিরূপম গুণরাজিতে বিমুগ্ধ হইয়া মুক্ত প্রাণে ও প্রশান্ত হৃদয়ে দান করেন তাঁহাকে ইলমে হাদীসের বিপুল ভাণ্ডার। এইরূপে অধ্যয়ন করিয়া তিনি লাভ করেন হাদীস শাস্ত্রে অগাধ বুৎপত্তি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য। ইহারই বদওলতে তিনি 'ইমামুল-হাদীস' এর গৌরব উপাধিতে হন ভুবন-বিখ্যাত। ইমাম নাসাঈর এইরূপ বিদ্যাবত্তার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ তাঁহার ভূয়শী প্রশংসায় হইয়াছেন পঞ্চমুখ। নিশাপুরের প্রখ্যাত নামা বিদ্বান মনীষী আবু আলী ইমাম নাসাঈর গুণ কীর্তন করিয়া বলেনঃ আমি স্বদেশ ও বিদেশে অতুল হাদীস-শাস্ত্র-বিশারদ চারিজন মুহাদ্দিস এর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি তন্মধ্যে ইমাম নাসাঈ হইতেছেন তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। মহামতি ইমাম হাকেম সবিশেষ স্তুতিবাদ করিয়া বলেনঃ ইমাম নাসাঈ ব্যবহারিক শাস্ত্রবিদ (ফকীহ) পণ্ডিতগণের মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাশীল, সবল ও দুর্বল হাদীসের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও নির্ণয় নিরূপণ কার্যে ছিলেন অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এবং রিজাল শাস্ত্র বা চরিতাভিধান মধ্যে ছিল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার অভিমত হইত অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পরম তথ্যপূর্ণ।

হাদীস-ই-নববী'র প্রতি ইমাম নাসাঈ'র আসক্তি-অনুরাগ ছিল অত্যন্ত প্রবল তিনি বলিতেনঃ কোরআন করীমের প্রতি জনমনে অনাবিল ভক্তি ও তা'যীম বিদ্যমান আছে বটে; কিন্তু পবিত্র হাদীসের যথোচিত সম্মান নাই তাহাদের হৃদয় কোণে। অধ্যয়ন কাল হইতেই তিনি পবিত্র হাদীসের প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করিতেন যে, অযূহীন অবস্থায় কখনো হাদীস গ্রন্থ স্পর্শ করিতেন না। উপরন্তু অযূ না করিয়া কস্মিন কালেও হাদীস অধ্যয়ন ও লিপি

www.ahlehadeethbd.org

বন্ধ করিতেন না। কোন সময় হঠাৎ যদি পঠন ও লিখন মধ্যে অযূ ভংগ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তন্মুহূর্তেই অযূ সম্পাদন করিয়া লইতেন। এমনি ভাবে ইমাম নাসাঈ অধ্যাপনার যমানায় স্বভাবতঃ অবগাহন পূর্বক স-অযূ অধ্যাপনার আসনে উপবেশন করিতেন। তদীয় সুযোগ্য উস্তায মুহাদ্দিস ইবনা রাহওয়ায় তাঁহার হাদীস ভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেনঃ আমি কাহাকেও ইমাম নাসাঈর মত হাদীস-ই-নববীর প্রতি এত অধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে দেখি নাই।

ইমাম নাসাঈ ছিলেন কুরআনও সুন্নাহর পরম আশেক ও চরম প্রেমিক। তাঁহার ধর্ম-জীবন ও কর্ম-জীবন কুরআন ও সুন্নাহ'র মহান আদর্শের বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতঃ ষোল কলায় গুলযার হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি জীবনের প্রত্যেক কার্যে; প্রতি পদক্ষেপে হইতেন মহান সুন্নাহ'র শরণাপন্ন। হাফিয ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত 'তায্‌কিরাতুস সালেহীন' পুস্তকে ইমাম নাসাঈ সম্বন্ধে কৌতুহলোদ্দীপক এক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। একদা ইমাম নাসাঈ কোন কার্যব্যাপদেশে হেজায অভিমুখে যাত্রা করেন। পথি মধ্যে দৈবাৎ জনৈক প্রখ্যাতনামা বিশিষ্ট আলেমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। 'সালাম' বিনিময়ের পর তাঁহারা জ্ঞান-গবেষণাপূর্ণ বিষয়ে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনের মাধ্যমে আলেম মহোদয়ের জ্ঞানের গভীরতা এবং কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতার বেশ পরিচয় লাভ হইল। কিন্তু এতদসত্বেও তিনি 'হাদীসের প্রামাণিকতা' স্বীকার করিতে নারায এবং নবী করীমের (দঃ) প্রদত্ত 'বিধি-নিষেধ' পালনে পরাঙ্মুখ। ইহা সম্যক হৃদয়ংগম করিতে পারিলেন ইমাম নাসাঈ বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে। বিধায় ইমাম নাসাঈ তাঁহার সহিত অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তরে প্রবৃত্ত হইলেন।—

ইমাম নাসাঈঃ—আপনি কি হাদীসের প্রামাণিকতা অস্বকার করেন এবং নবী করীমের (সঃ) তরীকা-ই-সুন্নাহ্ ও নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করার আবশ্যকতা বোধ করেন না?

আলেমঃ—হাঁ, প্রকৃত কথাত এইরূপই, আমার জ্ঞানে কুরআন করীমের মধ্যে 'হাদীস ও সুন্নাহ' গ্রহণ করিবার এবং উহার অনুসরণ করার নির্দেশ কুত্রাপি নাই। আপনার জ্ঞানে যদি থাকে তাহা হইলে উহা উপস্থাপিত করুন।

ইমাম নাসাঈঃ অতিউত্তম। আচ্ছা, আপনি'ত অবশ্য অবহিত আছেন, কুরআন পাকের মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে اطيعوا الله واطيعوا الرسول "তোমরা আল্লাহর 'এতাঅত' কর এবং তাদী-রসূলের এতাঅত কর।" এখানে আপনি 'রসূলের 'এতাঅতের' কী অর্থ গ্রহণ করেন?

আলেমঃ আচ্ছা বেশ, রসূলের 'এতয়াআত' করার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনুন। কুরআন হাকীম যেহেতু হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ'র (সঃ) উপর অবতীর্ণ হইয়াছে, অতএব অত্র আয়াতের মাধ্যমে জনগণের প্রতি নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে—রসূল করীম 'কুরআন হামীদ' হইতে তোমাদিগকে যে আদেশ-নিষেধ প্রদান করেন, তাহা তোমারা সাদরে গ্রহণ কর।' ইহাই হইতেছে অত্র আয়াতের তাৎপর্য। কিন্তু ইহা দ্বারা একথা কস্মিন কালেও প্রতিপন্ন হয় না যে, 'হাদীস স্বতন্ত্র বস্তু' বা 'উহা গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।'

ইমাম নাসাঈঃ মহাত্মন! কিন্তু এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযাগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন হাদীসের মধ্যে যে স্থানে স্বীয় আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন,

www.ahlehadeethbd.org

তথায় তদীয় রসূলের পদাংক অনুসরণ করারও আদেশ দান করিয়াছেন। উপরন্তু বলিয়াছেন— যতক্ষণ না রসূলের অনুগত হইবে, কেবল আল্লাহর আনুগত্য আদৌ ফলপ্রদ হইবে না; এবং কৃতঘ্ন ও কাফিরগণের দলভুক্ত হইতে হইবে। এই মর্মে কুরআন হাকীম সতর্কবাণী প্রদান করিয়াছে।

يا يها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول انكنتم تومنون بالله واليوم الاخر ذالك خيرو احسن تاويلا ٥ (النساء)

হে মুমেনগণ! তোমরা আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও তদীয় রসূলের (দঃ) আজ্ঞাবহ হও। আপিচ যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয় কোন্দল-কলহ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সেই বিষয়টিকে তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর, যদি প্রকৃতই তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া থাক।...অর্থাৎ—'কুরআন ও হাদীস' এর মীমাংসাকে পরম ও চরম বলিয়া গ্রহণ কর। ইহাই হইতেছে প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ। আচ্ছা; এখন আপনি বলুনত যদি প্রকৃত প্রস্তাবে 'হাদীস, এর স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে কুরআন হাকীম আল্লাহর আজ্ঞাবহ হওয়ার পর রসূলের অনুগত-অনুসারী হইবার জন্য স্পষ্ট আদেশ কেন প্রদান করিয়াছে? এতদ্ভিন্ন কুরআন হাকীমে অন্যত্র আরও স্পষ্টতর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা :—

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون (الانفال)

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অনুগত হও এবং রসূল (দঃ) কর্তৃক যাহা প্রদত্ত হও উহা হইতে পশ্চাদমুখ হইও না—বরং উহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর...। অর্থাৎ :—রসূল প্রমুখাৎ যে সমুদয় 'হাদীস' তোমাদের শ্রুতিগোচর হয়, উহা সাদরে গ্রহণ কর এবং কর্ণরূপ দান কর, ইহাতে অন্যথা না হয়।

এতদ্ব্যতীত কুরআন করীমের অন্যত্র 'সুন্নাহ—হাদীস' অস্বীকার ও বর্জনকারীগণকে কাফিরের দলভুক্ত করা হইয়াছে :

قل انكنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم' قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان لايحب الكافرين ٥ (العمران)

হে নবী! বলুন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহর সহিত ভালবাসা রাখ, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভাল বাসিবেন এবং তোমাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া দিবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও আর যদি পশ্চাদপদ হও, (তাহা হইলে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে কোনই প্রভেদ থাকিবে না" অপিচ আল্লাহ কাফিরগণকে ভালবাসেননা।)

এতদ্ভিন্ন কুরআন হাদীসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরও ঘোষণা করা হইয়াছে,

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله' (النساء)

"আমরা কেবল এই হেতুই রসূল প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লার অনুমতিক্রমে তাঁহার অনুসরণ করা হইবে।" এতদ্বারা দুইটী বিষয় প্রামাণিত হইতেছে। প্রথম—আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা যেরূপ ফরয বা অবশ্যকর্তব্য, রসূলের (দঃ) আনুগত্য স্বীকার করাও অনুরূপ ভাবে অপরিহার্য কর্তব্য। দ্বিতীয়—কুরআন হাকীম যেরূপ পরম সাদরে গ্রহণীয়; পাবিত্র হাদীসও অনুরূপ সসম্মানে বরণীয়। —আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য

—আবু য়ূসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

باب الرضاع

স্তন্যপান[১] অধ্যায়

৩০৭। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لاتحرم المصة والمصتان

"এক চোষণ, দুই চোষণ স্তন্য-পান বিবাহ হারাম করে না,,[২]—মুসলিম।

১। রক্ত সম্বন্ধের কারণে যেমন কোন পুরুষ লোকের পক্ষে তাহার মা, বোন ইত্যাদির সহিত বিবাহ হারাম হয়; এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যেমন তাহার পক্ষে তাহার শাশুড়ীকে, তাহার উপগতা স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা হারাম হয় সেইরূপ স্তন্য-দানের কারণে স্তন্য-দায়িনী স্তন্য-পানকারীর মাতায় পরিণত হওয়ায়, এবং স্তন্য-দায়িনীর কন্যা স্তন্য-পানকারীর ভগিনীতে পরিণত হওয়ায় তাহাদের সহিত ঐ স্তন্য-পানকারীর বিবাহ হারাম করা হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাদের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তাআলা সূরা النساء র ২৩ আয়াতে ইহাও বলেন,

وامهاتكم التى ارضعنكم واخواتكم

من الرضاعة

"আর যাহারা তোমাদিগকে স্তন্যদান করিয়াছে তোমাদের ঐ মাতাদের সহিত এবং স্তন্য দানের কারণে যাহারা তোমাদের ভগিনী হয় তাহাদের সহিত তোমাদের বিবাহ হারাম করা হইল।"

২। কত দফা বা কত চোষণ স্তন্য-পান করিলে বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে সে সম্বন্ধে সাহাবীদের মধ্যে এবং ইমামদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

কুর্আন মজীদে স্তন্য-পানের পরিমাণের কোনই উল্লেখ নাই। সেখানে বলা হইয়াছে ارضعنكم "যাহারা তোমাদিগকে স্তন্য-দান করিয়াছে"। মাত্র এক চোষণ স্তন্য পান করিলেই আয়াতের হুকুমটি বাস্তবায়িত হয়।

পক্ষান্তরে, এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে এক চোষণ বা দুই চোষণে বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ বিবাহ নিষিদ্ধ হইবার জন্য কমপক্ষে তিন চোষণের প্রয়োজন হইবে।

এই হাদীসের তিন হাদীস পরের হাদীসটি হইতে জানা যায় যে, বিবাহ নিষিদ্ধ হইবার জন্য কমপক্ষে পাঁচ [দফা বা চোষণ] স্তন্য পানের প্রয়োজন হইবে।

কাজেই স্তন্যদানের কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে তিনটি মতের উদ্ভব হয়। (ক) এক চোষণই যথেষ্ট হইবে; (খ) কমপক্ষে তিন চোষণ হইতে হইবে। (গ) কমপক্ষে পাঁচ চোষণ হইতে হইবে।

সহীহ মুসলিম হাদীসগ্রন্থের ভাষ্যকার ইমাম নববী ঐ মতগুলি সম্বন্ধে বলেন,

"(ক) হযরত 'আয়িশা রাঃ, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম শাফি'ঈ-র শিষ্যগণ বলেন যে, পাঁচ [দফা বা চোষণ] স্তন্য-পানের কমে বিবাহ হারাম হইবে না। বিবাহ হারাম হইবার জন্য পাঁচ বা ততোধিক [দফা বা চোষণ] স্তন্যপানের প্রয়োজন হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

৩০৮। 'আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة.

'হে স্ত্রীলোকগণ, কোন্ কোন্ ব্যক্তি [স্তন্য-পানের কারণে] তোমাদের ভাই তাহা তোমরা লক্ষ্য রাখিও। মনে রাখিও, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে স্তন্য পান করা হয় তাহাই শরী'আত-সম্মত স্তন্যপান।"[৩] বুখারী ও মুসলিম।

৩০৯। 'আয়িশা রাঃ বলেন, সুহাইল-তনয়া সহ্‌লা আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, আবূ হুযাইফার মুক্ত দাস 'সালিম' আমাদের সহিত আমাদের বাড়ীতে থাকে এবং সে এখন যৌবনে পৌঁছিয়াছে। (অর্থাৎ তাহা হইতে আমার পর্দা করা উচিত; কিন্তু অবস্থা-গতিকে তাহা করিতে পারিতেছি না। এখন আমি কী করি?)" ইহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন,

ارضعيه تحرمي عليه

"তুমি উহাকে তোমার স্তন্য পান করাও তাহা হইলে তুমি তাহার পক্ষে হারাম হইয়া যাইবে।"[৩]—মুসলিম।

৩১০। 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, পর্দার হুকুম নাযিল হইবার পরে আবুল-কু'আইসের ভ্রাতা আফলাহ 'আয়িশা রাঃ-র সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চান। 'আয়িশা রাঃ বলেন: আমি তাহাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। অতঃপর, রসূলুল্লাহ সঃ যখন আমার নিকটে আসেন তখন আমি আমার আচরণের কথা তাঁহাকে জানাই। তাহাতে তিনি আমাকে আদেশ করেন যে, আমি যেন

"(খ) আবু সওর, আবু 'উবাইদ, ইবনুল্-মুন্‌যির ও দাউদ ইমামগণ) বলেন যে, বিবাহ হারাম হইবার জন্য তিন [দফা বা চোষণ] স্তন্যপান যথেষ্ট হইবে।

"(গ) জমহুর (অধিকাংশ) 'আলিমগণ বলেন যে, মাত্র এক দফা স্তন্য-পানেই বিবাহ হারাম হইবে। ইব্‌নুল মুন্‌যির বলেন যে, [সাহাবীদের মধ্যে] 'আলী, ইব্‌ন-মস'উদ, ইব্‌ন-'উমর, ইব্‌ন-'আব্বাস রাঃ আন্‌হুম; [তাবি'ঈদের মধ্যে] 'আতা', তাউস, হাসান, মকহুল, যুহ্‌রী, কতাদা; এবং [ইমামদের মধ্যে] মালিক, আওযা'ঈ, সওরী, আবূ হানীফা এই মত পোষণ করেন।"

৩। ৩০৮, ৩১৩, ৩১৪ ও ৩১৫ নং হাদীসগুলিতে স্তন্যপানের কাল সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। এই হাদীসগুলিকে ভিত্তি করিয়া অধিকাংশ ইমাম অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্তন্য-পানের উর্ধতম কাল যেহেতু দুই বৎসর কাজেই কোন শিশু যদি তাহার দুই বৎসর বয়সের মধ্যে মাতা ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করে তবে উহা শরীআত-সম্মত স্তন্য-পান বলিয়া গৃহীত হইবে। এবং ঐ স্তন্য পানের ফলে স্তন্যদায়িনী স্তন্যপানকারীর দুধ-মাতায় এবং স্তন্যদায়িনীর কন্যা স্তন্য পানকারীর দুধ-ভগিনীতে পরিণত হওয়ায় উহাদের সহিত স্তন্য পানকারীর বিবাহ হারাম হইবে। পক্ষান্তরে, যদি কেহ দুই বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পরে জীবনে কোন সময়ে অপর কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করে তবে তাহা শরী'আত সম্মত স্তন্য-পান বলিয়া গৃহীতও হইবে না, এবং তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ হারাম হইবে না।

আর ৩০৯ নং হাদীস সম্পর্কে একমাত্র হযরত 'আয়িশা রাঃ ছাড়া সকল সাহাবী ও সাহাবীয়া, সকল ইমাম ও সকল আলিমের অভিমত এই যে, নবী সঃ-র ঐ নির্দেশটি সহ্‌লা রাঃ-র জন্য খাস ও নির্দিষ্ট ছিল। কাজেই ঐ হুকম অপর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

তাঁহাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিই এবং তিনি আরও বলেন,

انه عمك

"সে তোমার চাচা"।—বুখারী ও মুসলিম।

৩১১। 'আয়িশা রাঃ বলেনঃ [স্তন্যপান সম্পর্ক সর্বপ্রথম] কুরআনে যাহা নাযিল করা হইয়াছিল তাহা ছিল,—"নির্দিষ্ট দশ চোষণ" বিবাহ হারাম করিবে। তারপর উহা "নির্দিষ্ট পাঁচ চোষণ" দ্বারা মনসূখ হয়। অনন্তর, "নির্দিষ্ট পাঁচ চোষণ" কুরআনে পঠিত হইতে থাকা কালে রসূলুল্লাহ সঃ অফাত পান।—মুসলিম।

৩১২। ইব্ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, লোকে ইচ্ছা করিয়াছিল যে, নবী সঃ যেন [তাঁহার চাচাতো বোন] হাম্‌যা-তনয়াকে বিবাহ করেন। তাহাতে নবী সঃ বলেন,

انها لا تحل لى، انها ابنة اخى من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

"সে আমার জন্য হালাল নয়। কারণ, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।[৪] আর যে যে রক্ত-সম্পর্ক বিবাহ হারাম করে সেই সেই স্তন্য-পান-সম্পর্ক বিবাহ হারাম করে।"—বুখারী ও মুসলিম।

৩১৩। (ক) উম্ম-সালামা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لا يحرم من الرضع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام.

"যে স্তন্য মূল আহার্য হিসাবে পেটের ভিতরে যায় এবং যে স্তন্য-পান শিশুকালে স্তন্য ত্যাগের পূর্বে হইয়া থাকে কেবলমাত্র তাহাই বিবাহ হারাম করে।"—তিরমিযী। এই হাদীসকে তিরমিযী ও হাকিম সহীহ বলিয়াছেন।

(খ) ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বলেনঃ দুই বৎসর বয়সের মধ্যে স্তন্য-পানই শরী'অত-সম্মত স্তন্যপান বলিয়া গৃহীত হইবে।—দারকুৎনী।

ইব্ন-'আদী ইহাকে নবী সঃ-র বাণীরূপেও রিওয়াত করিবার পরে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা সাহাবীর বাণী হওয়াই সহীহ।

(গ) ইব্ন-মসউদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم

"যে স্তন্যপান শরীরের অস্থি মোটা করে এবং মাংস বৃদ্ধি করে সেই স্তন্যপানই শরী'আত-সম্মত স্তন্যপান।"— আবুদাউদ।

৩১৪। হারিস-তনয় 'উকবা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আবু ইহাব-তনয়া উম্ম-য়াহ্‌য়াকে বিবাহ করেন। অনন্তর, একজন স্ত্রীলোক 'উকবা রাঃ-কে বলেন, "আমি তোমাদের দুই জনকেই স্তন্য দান করিয়াছি। ইহাতে 'উকবা রাঃ নবী সঃ-কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে নবী সঃ বলেন,

كيف وقد قيل

"যখন এই কথা বলা হইয়াছে তখন তুমি কেমন করিয়া উম্ম-য়াহ্‌য়াকে স্ত্রীরূপে রাখিবে!" অনন্তর 'উকবা রাঃ উম্ম-য়াহ্‌য়াকে পরিত্যাগ করেন এবং উম্ম-য়াহয়া অপর লোককে বিবাহ করেন।—বুখারী।

৩১৫। (তাবিঈ) যিয়াদ সাহমী বলেন, নির্বোধ স্ত্রীলোকের স্তন্যপান করাইতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করিয়াছেন"—আবুদাউদ। হাদীসটি মুরসাল; কারণ যিয়াদ সাহাবী নন।

৪। আবু লাহাবের সওবীয়া নাম্নী দাসী নবী সঃ-কে এবং নবী সঃ-র চাচা হামযাকে স্তন্য দান করিয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

باب النفقات

ভরণ পোষণ অধ্যায়

৩১৬। 'আয়িশা রাঃ বলেন, আবূ-সুফ্য়ানের স্ত্রী 'উৎবা তনয়া হিন্দ্ রসূলুল্লাহ সঃর নিকটে আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, ইহা নিশ্চিত যে, আবূ সুফ্য়ান একজন অত্যন্ত কৃপণ লোক। যে পরিমাণ খরচা আমার ও আমার পুত্রদের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে সেই পরিমাণ খরচা সে আমাকে দেয় না। তাই আমি [বাধ্য হইয়া] তাহাকে না জানাইয়া তাহার মাল হইতে কিছু লইয়া থাকি। ইহাতে আমার কি কোন গুনাহ হইবে?" রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

خذى من ماله بالمعروف مايكفيك وما يكفى بنيك .

"তোমার ও তোমার পুত্রদের জন্য যাহা সঙ্গত ও যথেষ্ট হয় তাহা তুমি তাহার মাল হইতে গ্রহণ কর।"

৩১৭। মুহারিবী-তনয় তারিক রাঃ বলেন, আমরা মদীনা পৌঁছিয়াই দেখিলাম যে, রসূলুল্লাহ সঃ মিম্বরের উপরে দাঁড়াইয়া লোকদের সামনে খুৎবা দিতেছেন এবং বলিতেছেন:

يد المعطى العليا' وابدأ بمن تعول : امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك ٥

"দানকারীর হাত মহান; এবং পরিবার-পরিজন হইতে দান করা শুরু কর। [সর্বপ্রথমে দান কর] তোমার মাকে, তোমার বাবাকে, তোমার ভগিনীকে, তোমার ভাইকে। তাহাদের পরে তোমার নিকটতম আত্মীয়কে, আবার তাহারা বাদে তোমার নিকটতম আত্মীয়কে।—নাসাঈ। ইহাকে ইব্ন-হিব্বান ও দারকুৎনী সহীহ বলিয়াছেন।

৩১৮। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন;

للمملوك طعامه وكسوته' ولا يكلف من العمل الا مايطيق .

"খোর-পোষ দাসের প্রাপ্য; এবং যে কাজ করিবার শক্তি দাসের আছে তাহা ছাড়া অন্য কোন কাজ করিতে যেন তাহাকে আদেশ করা না হয়।"—মুসলিম।

৩১৯। মু'আবিয়া কুশাইরী বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল" আমাদের—পুরুষদের উপরে তাহাদের স্ত্রীর হক কী?" তিনি বলেন;

ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت....

"তুমি যখন নিজে খাইবে তখন তাহাকেও খাওয়াইবে এবং তুমি যখন নিজে কাপড় পরিবে তখন তাহাকেও কাপড় পরাইবে......" [সম্পূর্ণ হাদীসটি ইতিপূর্বে 'স্ত্রীর সহিত জীবন যাপন' অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।]

৩২০। হজ্জ-সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে জাবির রাঃ বলেন, নবী সঃ স্ত্রীলোকদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন;

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

"স্ত্রীদের সঙ্গত খোরাক এবং তাহাদের সঙ্গত পোষাক স্ত্রীদের প্রাপ্য হক এবং পুরুষদের পালনীয় কর্তব্য।"—মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

৩২১। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন;

كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت

"যে ব্যক্তির উপরে কাহাকেও খাদ্য দিবার দায়িত্ব রহিয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তাহাকে খাদ্য না দেয় এবং তাহার ফলে সে যদি ধ্বংস হয় তবে ঐ ব্যক্তির পরকাল নষ্ট হইবার পক্ষে তাহার ঐ পাপটিই যথেষ্ট।"—নাসা'ঈ।

হাদীসটি সহীহ মুসলিমে এইরূপ রহিয়াছে: "যে ব্যক্তি কাহারও খাদ্যের মালিক হইয়া তাহাকে খাদ্য দেওয়া বন্ধ করে সে ব্যক্তির পরকাল নষ্ট হইবার পক্ষে তাহার ঐ একটি পাপই যথেষ্ট।"

৩২২। যে স্ত্রী গর্ভবতী থাকাকালে তাহার স্বামী মারা যায় সেই স্ত্রী সম্বন্ধে সাহাবী জাবির রাঃ বলেন যে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

لانفقة لها

"তাহার খোরপোষ পাইবার কোন অধিকার নাই"। বাইহাকী হাদীসটি বর্ণনা করিবার পরে বলেন যে, উহার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য; কিন্তু উহা নবী সঃ-র বাণী না হইয়া জাবির রাঃ-র বাণী হওয়াই সনদ হিসাবে সঙ্গত।

৩২৩। "যে স্ত্রীলোককে তৃতীয় তালাক দেওয়া হয় তাহার খোরপোষের কোন অধিকার তালাক-দাতা স্বামীর মালে নাই"—ইহা 'ইদ্‌দত অধ্যায়ে কইস-তনয়া ফাতিমা রাঃ-র হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ হাদীসটি মুসলিম হইতে উধৃত করা হইয়াছে।

৩২৪। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "উপরের হাতটি নীচের হাত হইতে উত্তম।" অর্থাৎ দানকারী হাত গ্রহণকারী হাত হইতে শ্রেষ্ঠ। "এবং তোমাদের প্রত্যেকে যাহাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকে তাহাদেরে সর্বপ্রথমে দান দিবে। এমন যেন না ঘটে যে, স্ত্রী একথা বলিতে বাধ্য হয়: হয় আমাকে খাদ্য দাও, আর না হয় আমাকে তালাক দাও।"—দারকুৎনী। ইহার সনদ হাসান।

৩২৫। মুসাইয়িব-পুত্র সা'ঈদ রাঃ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে না পারে তবে তাহাদেরে পৃথক করিয়া দিতে হইবে।

মনসূর-পুত্র সা'ঈদ সুফ্‌য়ান হইতে, সুফ্‌য়ান আবুয্-যিনাদ হইতে, রিওয়াত করিয়া বলেন—, আবুয্-যিনাদ বলেন, আমি মুসাইয়িব-পুত্র সা'ঈদকে বলিলাম, ইহা কি [নবী সঃ-র] সুন্নাত?" তিনি বলেন, "সুন্নাত"।

হাদীসটি শক্তিশালী মুরসাল।

"উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, যে সকল সৈন্য স্ত্রী রাখিয়া যুদ্ধে গিয়াছিল তাহাদের সম্পর্কে তিনি সেনাধ্যক্ষদেরে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন ঐ সৈন্যদেরে তাহাদের স্ত্রীদের খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করেন, অন্যথায় তাহাদিগকে তালাক দিতে বাধ্য করেন। যদি তাহারা তালাকই দেয় তবে তাহারা যত কাল স্ত্রীদেরে খোরাকী দেয় নাই ততকালের খোরাকী তাহারা যেন স্ত্রীদের নিকট পাঠাইয়া দেয়। এই হাদীস দুইটি প্রথমে ইমাম শাফি'ঈ রিওয়াত করেন। তারপর, বাইহাকী হাসান সহকারে রিওয়াত করেন।

৩২৬। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, একজন লোক নবী সঃ-র নিকটে আসিয়া বলে, "আল্লার রসূল, আমার নিকটে একটি দীনার আছে।" তিনি বলেন, "উহা নিজের জন্য খরচ কর"। সে বলে, "আমার নিকটে আর একটি আছে"। তিনি বলেন, উহা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর"। সে বলে, "আমার নিকটে আর একটি আছে।" তিনি বলেন, "উহা তোমার স্ত্রীর জন্য

www.ahlehadeethbd.org

ব্যয় কর।" সে বলে, "আমার কাছে আরও একটি রহিয়াছে।" তিনি বলেন, "উহা তোমার খাদিমের জন্য ব্যয় কর"। সে বলে, "আমার নিকটে আরও একটি আছে।" ইহাতে নবী সঃ বলেন, "উহা কী ভাবে ব্যয় করা উচিত তাহা তুমিই ভাল জান।"[১]—শাফি'ঈ ও আবূ দাউদ। নাসা'ঈ এবং হাকিমও হাদীসটি রিওয়াত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের রিওয়াতে স্ত্রীর উল্লেখের পরে সন্তানের উল্লেখ রহিয়াছে।

৩২৭। হাকীম-পুত্র বাহ্য তাঁহার পিতা হইতে, এবং তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে বর্ণনা করেন। পিতামহ রাঃ বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, আমি কাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিব?" তিনি বলেন, "তোমার মার সহিত" আমি বলিলাম, "তারপর, কাহার সহিত?" তিনি বলেন, "তোমার মার সহিত।" আমি বলিলাম, "তারপর, কাহার সহিত?" তিনি বলেন, তোমার মার সহিত" আমি বলিলাম, "তারপর কাহার সহিত?" তিনি বলেন, "তোমার পিতার সহিত। তারপর, নিকটতম আত্মীয়। তাদের পরে, বাকীর মধ্যে নিকটতম।" আবূ দাউদ, তিরমিযী। এই হাদীসটিকে তিরমিযী হাসান বলিয়াছেন।

১। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, নিজের নিজ সন্তানের, নিজ স্ত্রীর ও নিজ খাদিমের খোরপোষের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। এই সকল খোরপোষ সরবরাহ করিবার পরে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং সেই কারণে বলা হইল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন সম্বন্ধে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল। প্রত্যেকে প্রয়োজন বুঝিয়া ব্যয় করিবে।

بَابُ الْحَضَانَةِ

লালন-পালন ও অভিভাবকত্ব অধ্যায়

৩২৮। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন স্ত্রীলোক বলিল, "আল্লার রসূল, আমার পুত্র—আমার পেট তাহার আধার ছিল, আমার স্তন তাহার পানীয় ভাণ্ডার ছিল এবং আমার কোল তাহার আবাস ছিল। [এখন] তাহার পিতা আমাকে তালাক দিয়াছে এবং তাহাকে আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চায়।" ইহাতে রসূলুল্লাহ সঃ তাহাকে বলেন,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي

"তুমি যে পর্যন্ত অন্য বিবাহ না কর সে পর্যন্ত তুমিই তাহাকে রাখিবার অধিকতর হকদার।"—আহমদ ও আবূ দাউদ। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩২৯। আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন স্ত্রীলোক বলিল, "আল্লার রসূল, আমার এই পুত্র আমার কাজে লাগে এবং সে আবু কূপ হইতে আমার জন্য পানি লইয়া আসে। এমত অবস্থায় আমার স্বামী তাহাকে লইয়া যাইতে চায়।" অনন্তর তাহার স্বামী আগমন করিলে নবী সঃ বলেন,

يَاغُلَامُ هٰذَا أَبُوكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ
فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ.

"এই তোমার পিতা, আর এই তোমার মাতা। এই দুই জনের মধ্যে যাহার সহিত তুমি

www.ahlehadeethbd.org

থাকিতে চাও তাহার হাত ধরিয়া ফেল।"[১] অনন্তর, ছেলেটি তাহার মাতার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩৩০। সিনান-পুত্র রাফি' রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। অনন্তর, নবী সঃ মাতাকে [অর্থাৎ রাফি' রাঃ-র স্ত্রীকে] এক প্রান্তে এবং পিতাকে [অর্থাৎ রাফি' রাঃ-কে] অপর প্রান্তে বসান এবং তাহাদের বালক পুত্রটিকে তাহাদের মাঝখানে বসান। অতঃপর বালকটি তাহার মাতার দিকে যাইতে ইচ্ছুক হইলে[২] নবী সঃ বলেন,

اللهم اهد ه

"হে আল্লাহ, উহাকে পথ দেখাও।" ফলে, সে তাহার পিতার দিকে অগ্রসর হইল। অনন্তর তাহার পিতা তাহাকে লইয়া গেল।—আবু দাউদ ও নাসা'ঈ। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩৩১। [ক] আযিব-তনয় বারা' রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ হামযা-তনয়ার তত্ত্বাবধানের ভার তাহার খালাকে দিবার ফয়সলা করেন[৩] এবং বলেন,

الخالة بمنزلة الام

"খালা মাতার স্থানীয়।"—বুখারী।

১। আবূ হুরাইরা রাঃ-র বর্ণিত হাদীসটিতে যে বালকের উল্লেখ রহিয়াছে সে যে একেবারে শিশু ছিল না—বরং তাহার কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি হইয়াছিল তাহা ঐ হাদীস হইতেই জানা যায়। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই বালকটিকে তাহার ইচ্ছা মত পিতার অথবা মাতার সহিত থাকিবার ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ইব্‌ন—'আমর রাঃ-র বর্ণিত হাদীসে যে বালকটির উল্লেখ রহিয়াছে সে যে অল্প-বয়স্ক অবুঝ শিশু ছিল তাহার উল্লেখ অপর রিওয়াতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই তাহার লালন-পালনের ভার তাহার মাতার হাতে দেওয়া হয়।

২। রাফি' রাঃ-র পুত্রটি অল্প-বয়স্ক অবুঝ শিশু ছিল। কাজেই মাতা যদি মুসলিমা হইত তাহা হইলে ন্যায়তঃ সেই ঐ শিশু পুত্রের লালন পালনের ভার পাইবার হকদার হইত। কিন্তু মাতা যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করে নাই কাজেই তাহার হাতে ঐ শিশু-পুত্র ছাড়িয়া দিলে পুত্রটির কাফির অবস্থায় গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা ছিল বলিয়া নবী সঃ শিশুটির লালন-পালনের ভার মাতাকে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তাই নবী সঃ মাতার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া শিশুটিকে তাহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলেন। অবুঝ শিশু সাধারণতঃ মাতার দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিবার উপক্রম হইল। এক জন অবুঝ শিশুকে নবী সঃ নিজে ইখ্‌তিয়ার দেওয়ার ফলে শিশুটি কুফর ইখ্‌তিয়ার করিতে যাইতেছে দেখিয়া নবী সঃ স্থির থাকিতে পারেন না। তাই তিনি নিজ ফয়সলার কুফল রোধ করিবার জন্য আল্লাহ আ'আলার নিকট দু'আ করেন। আল্লাহ তা আলা তাঁহার দু'আ কবুল করিয়া শিশুটিকে তাহার মুসলিম পিতার দিকে আকৃষ্ট করেন।

৩। হযরত হামযা রাঃ র কন্যার লালন-পালন ভার গ্রহণের প্রশ্ন উঠিলে তাহার জন্য আলী রাঃ, হারিসা-তনয় যাইদ রাঃ ও জা'ফর রাঃ এই তিন জন সাহাবী হযরতের নিকটে দাবী জানান। আলী রাঃ বলেন, "সে আমার চাচাতো বোন। কাজেই তাহার লালন-পালনের অধিকার আমার।" হারিসা-তনয় যাইদ বলেন, "সে আমার দুধ-ভাইয়ের মেয়ে। কাজেই তাহার লালন-পালনের অধিকার আমার।" জা'ফর রাঃ বলেন, "আমার স্ত্রী তাহার খালা। কাজেই ঐ অধিকার আমার।"

রসূলুল্লাহ সঃ তাঁহাদের দাবীর যুক্তিগুলি শুনিয়া যে ফয়সলা দেন তাহাই এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

[খ] 'আলী রাঃ-র রিওয়াতে আছে, নবী সঃ বলেন,

والجارية عند خالتها وان الخالة والدة

"আর মেয়ে তাহার খালার নিকটে থাকিবে এবং খালা নিশ্চয় মাতা।"—আহমদ।

৩৩২। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين

"চাকর যখন তোমাদের কাহারও নিকটে খাবার লইয়া আসে তখন সে যদি ঐ চাকরকে নিজ সঙ্গে খাইতে না বসায় তবে সে যেন দুই এক গ্রাস খাদ্য তাহাকে দেয়।"—বুখারী ও মুসলিম। ইহার শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত।

৩৩৩। ইবন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هى اطعمتها وسقتها اذ هى حبستها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الارض.

"এক জন স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে 'আযাব দেওয়া হয়। সে বিড়ালটিকে আটক করিয়া রাখিলে বিড়ালটি [অনাহারে] মারা যায়। ফলে, স্ত্রীলোকটি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করে। স্ত্রীলোকটি যখন বিড়ালটিকে আটক রাখে তখন সে উহাকে খাদ্যও দেয় নাই, পানীয়ও দেয় নাই। আর সে উহাকে ছাড়িয়াও দেয় নাই যাহাতে সে মাটির পোকা-মাকড় খাইয়া বাঁচিতে পারিত।"—বুখারী ও মুসলিম।—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

চারি ইঞ্জিল

আবদুল্ নইম চৌধুরী

কোরআনে করীমের পূর্ববর্তী আসমানী কেতাব তৌরাত এবং ইঞ্জিলকে আল্লাহতালা "হেদায়ত ও নূর" বলিয়া কোরআনে আখ্যায়িত করিয়াছেন (সুরামায়েদা, ৪৩-৪৫ আয়াত)। তৌরাত হজরত মূসার (আঃ) প্রতি এবং ইঞ্জিল হজরত ঈসার (আঃ) প্রতি নাযেল করা হয়। হজরত ঈসা (আঃ) স্বয়ং অথবা তাঁহার সমসাময়িক কেহ কখনও ইঞ্জিল কেতাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। আসমানী ইঞ্জিলের কোন কোন কথা হজরত ঈসার (আঃ) বাণীরূপে অধুনা প্রচলিত চারি ইঞ্জিলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে। পরবর্তী আসমানী কেতাব কোরআনে করীমই হইতেছে সত্য-মিথ্যা যাচাই এর কষ্টি পাথর। সুতরাং এই কষ্টি পাথরে যাচাই না করিয়া উক্ত বিচ্ছিন্ন কথাগুলি যে সত্যিকার আসমানী ইঞ্জিলের বাণী তাহা প্রমাণিত করার অন্য কোন উপায় নাই। হজরত ঈসার (আঃ) জীবনী পাঠে দেখা যায় যে, প্রতিকুল ইহুদী জাতি ছিল তাঁহার নবুওতের ঘোর বিরোধী। হজরত ঈসার (আঃ) স্বল্প সংখ্যক সমর্থক তদানীন্তন প্রভাব সম্পন্ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং সকল বিষয়েই প্রভাবাধীন সমাজের অন্তর্গত ছিলেন। এই অবস্থাধীনে হজরত ঈসার (আঃ) উপর প্রেরীত আসমানী ইঞ্জিল তাঁহার পর পরই বিনষ্ট এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই আল্লাহর তরফ হইতে অবতীর্ণ আসমানী ইঞ্জিলের সন্ধান কুত্রাপি পাওয়া যায়না।

খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত বর্তমান চারি ইঞ্জিল লিখিতাকারে বা শ্রুতি আকারে, কোন অবস্থাতেই হজরত ঈসার (আঃ) সময়ে বর্তমান ছিলনা। পরবর্তীকালে হজরত ঈসার (আঃ) শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ এবং আরও পরবর্তীকালে তাঁহার প্রশিষ্যদের কেহ কেহ হযরত ঈসার (আঃ) জীবনী এবং মুখে মুখে প্রচারিত হজরত ঈসার (আঃ) বাণী বলিয়া কথিত কতক কথা সংকলন করিয়া প্রত্যেকে একখানা পুস্তক রচনা করেন। কালক্রমে এই পুস্তক গুলি "আহদে জদীদ" বা নূতন নিয়ম (নিউটেষ্টমেণ্ট) নামে আখ্যায়িত হয় এবং ইহাদের প্রণেতাগণের নামে পরিচিত হইতে থাকে। এরূপে প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে খৃষ্টানদের মধ্যে একশটীরও বেশী ইঞ্জিলের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। হজরত ঈসার (আঃ) পর তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন ইঞ্জিলকে কেন্দ্র করিয়া খৃষ্টানদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দল ও বহু সংখ্যক মতামতের উদ্ভব ঘটে। এসকল পরস্পর বিরোধী দলগুলি আত্মদন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং একে অপরকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে শক্তিশালী রোমান সম্রাট কন্‌সটন্‌টাইন খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে খৃষ্টানদের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নব-দীক্ষিত শক্তিশালী রোমান সম্রাটের সমর্থিত ধর্মযাজকগণ নাইসিয়া নামক স্থানে এক সভায় সম্মিলিত হন। উক্ত নাইসিয়া সম্মেলনকে নাইসিয়া কাউন্সিল বলে। রোমান সম্রাটের সমর্থিত ধর্মযাজকগণ নাইসিয়ার কাউন্সিলে লটারী অধুনা প্রচলিত চারি ইঞ্জিলকে গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য যাবতীয় ইঞ্জিলকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন (মাওলানা আবুল কালাম আজাদের তর্জুমানুল কোরআন, ২য় খণ্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা এবং ১৯২৬ সালে বোম্বের আর্ক বিশপ দ্বারা শুদ্ধি সনদপ্রাপ্ত ও জেমস লিনডেন এস, জে, কর্তৃক লিখিত "Deharbe's Catechism of christian Doctrine" নামক পুস্তকের ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

www.ahlehadeethbd.org

বাতিলকৃত ইঞ্জিলগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ ছিল "সেণ্ট বার্ণাবাসের ইঞ্জিল"। সেণ্ট বার্ণাবাস ছিলেন সেণ্ট পিটারের শিষ্য। কিন্তু তিনি সেণ্টপলের সহিত মতবিরোধ করিয়া সেণ্ট মার্ককে সঙ্গে লইয়া পলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। (নিউটেষ্টামেণ্ট, রসুলদের আমল, ৩৮-৪০ নং বাক্য)। ইটালি দেশের অন্তর্গত মিলন শহরে অবস্থিত চার্চ সেণ্ট বার্ণাবাস কর্তৃক স্থাপিত হয়। সেণ্টবার্ণাবাস ও তাহার ইঞ্জিল সম্বন্ধে উপযুক্ত স্থলে আলোচনা করা হইবে।

বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিল আসমানী কেতাব নহে। প্রচলিত চারি ইঞ্জিল যাহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন আজও ঐ ইঞ্জিলগুলি তাঁহাদের স্ব স্ব নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের প্রণেতাদের নাম হইতেছে: মথি, মার্ক, লুক এবং যোহন। বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের অন্যতম "মথির সুসমাচার" প্রণয়ন সম্বন্ধে ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জ মহকুমাস্থ "বাইবেল শিক্ষায়তন" নামক প্রতিষ্ঠানের ডাকযোগে প্রচারিত ১ম পাঠের উপক্রমনিকায় বলা হয় যে,—"যীশুখৃষ্ট যে বারজন শিষ্যকে বিশেষভাবে মনোনীত করিয়া ছিলেন লেখক (মথি) তাঁহাদেরই একজন ছিলেন। যীশুখৃষ্টের প্যালেষ্টাইন ভ্রমণের সময় তিনি (মথি) তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এই পুস্তকটী (মথির লিখিত সুসমাচার) এমন এক ব্যক্তির দ্বারা লিখিত যিনি অতি যত্নের সহিত নিখুঁতভাবে স্বচক্ষে দেখা যীশুখৃষ্টের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিলকে "স্ক্রিপচার"ও বলা হয়। ১৯২৬ সনে বোম্বের আর্ক বিশপ দ্বারা শুদ্ধি সনদ প্রাপ্ত এবং জেমস লিনডেন এস, জে, কর্তৃক লিখিত 'Deharbes Catechism of Christian Doctrine" নামক পুস্তকের ১৮ পাতায় ১১নং দফায় প্রশ্নাকারে বলা হয়,—"কাহার দ্বারা পবিত্র স্ক্রিপচার লিখিত হয়?" উত্তরে বলা হয়,—"পবিত্র আত্মার প্রেরণায় পবিত্র স্ক্রিপচার মানুষ প্রণয়ন করে।" উপরোক্ত কথা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিল মানুষ কর্তৃক লিখিত হয়; আসমানী ওহী দ্বারা অবতীর্ণ হয় নাই। আরও প্রমাণিত হয় যে, হজরত ঈসার (আঃ) সময়ে বর্তমান চারি ইঞ্জিলের কোনই অস্তিত্ব ছিল না।

প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের রচয়িতাগণের মধ্যে মথি এবং যোহন ছিলেন হজরত ঈসার (আঃ) শিষ্য এবং মার্ক ছিলেন বার্ণাবাসের শিষ্য এবং লুক্ ছিলেন পলের শিষ্য। তাঁহারা বরাবর তাঁহাদের নিজ নিজ শিক্ষকগণের সঙ্গে থাকিয়া ধর্মপ্রচার করেন। লুকের লিখিত ইঞ্জিলের বর্ণনা মতে লুকের সময়ে অনেকেই নিজ নিজ ইঞ্জিল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লুকের বর্ণনায় আরও জানা যায় যে তৎকালে যে সকল ইঞ্জিল প্রণীত হইয়াছিল তাহা লুকের মনঃপুত না হওয়ায় তিনি তাঁহার শিষ্য থিয়ফেলিসের জন্য একটি নূতন ইঞ্জিল প্রণয়ন করেন। লুক তাঁহার ইঞ্জিলের ১ম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বলেন,—"যেহেতু যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন এবং বাক্যের খাদেম ছিলেন তাঁহারা যেমনভাবে আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন, অনেকেই আমাদের মধ্যকার ঘটনাগুলি অনুরূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একারণে হে, সম্মানিত থিয়ফেলিস, আমি মনে করি যে, যাবতীয় ঘটনার নিয়মিত বিবরণ প্রথম হইতে সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া নিয়মিত রূপে তোমার জন্য প্রণয়ন করি। যে বিষয়ে তুমি শিক্ষালাভ করিয়াছ তাহার দৃঢ়তা যেন তুমি বোধ করিতে পার।" লুকের বর্ণনা দ্বারা স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য লোকের প্রণীত ইঞ্জিলের প্রতি লুক নির্ভর করিতে সাহস পাইতে ছিলেন না এবং সেকারণেই তিনি নিজে একখানা ইঞ্জিল রচনা করেন। পরবর্তীকালে এই ইঞ্জিল "লুকের লিখিত সুসমাচার" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সেণ্ট এণ্ড্রু প্রেস, এডিনবার্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং রেভারেণ্ড উইলিয়াম বার্কলে ডি, ডি প্রণীত "The Daily Study Bible" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় উক্ত রেভারেণ্ড সাহেব সর্ব-প্রাচীন ইঞ্জিল সম্বন্ধে স্থির করিতে গিয়া দীর্ঘ আলোচনার

www.ahlehadeethbd.org

পর বলেন যে,—"এ সমস্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয় যে, মার্ক রচিত পুস্তকই সর্ব-প্রাচীন ইঞ্জিল।" উক্ত রেভারেণ্ড সাহেব "মথির সুসমাচার" সম্বন্ধে তাঁহার উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে,—"মথির ইঞ্জিল ইহুদীদের জন্য রচিত হয়। ইহা খৃষ্টানগণকে বিশ্বাস করাইবার জন্য জনৈক ইহুদী (মথি) কর্তৃক রচিত হয়।" তিনি আরও বলেন যে,—"মথির ইঞ্জিলের লক্ষ্যস্থল ছিল ইহুদী জাতি। লেখকের বিশেষ আগ্রহ ছিল ইহুদী-গণের ধর্মান্তরকরণ।" উল্লেখিত মতামতের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মথি ইহুদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁহার ইঞ্জিল রচনা করেন। বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যেপুস্তক রচিত হয় তাহা মানুষের পুস্তক—আসমানী কেতাব হইতে পারেনা।

বিখ্যাত বাইবেল তত্ত্ববিদ হর্ণ সাহেবের পুস্তকের সনদ উল্লেখ করিয়া "বুরহানে কামেলের" লেখক মৌলভী তোফাজ্জল হোসেন সাহেব তাঁহার পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠায় বলেন যে,—'মথির সুসামাচার ৩৮—৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়।" রেভারেণ্ড বার্কলে সাহেব তাঁহার উল্লেখিত পুস্তকের ২৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন যে,—"অনুমান ৮৫ খৃষ্টাব্দে মথির ইঞ্জিল লিখিত হয়।" বুরহানে কামেল পুস্তকে আরও উল্লেখ করা হয় যে,—"হেয়াল্ড সাহেবের লিখিত বাইবেলের তফসীরের ৭ম খণ্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় বলা হয় যে, খৃষ্টান জগতের মহাজ্ঞানী ধর্মতত্ত্ববিদ রেষ্টেড সাহেব বলেন যোহনের ইঞ্জিল এবং তাঁহার লিখিত "প্রেরিতদের আমল" যোহনের রচিত নহে। বরং ২য় শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা ক্রিশ্চিয়ান এই ইঞ্জিল ও "প্রেরিতদের আমল" রচনা করিয়া যোহনের নামে প্রচার করেন। এলুজিয়ান মতাবলম্বী-গণও এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন। ষ্টাডলিন সাহেব তাঁহার পুস্তকে বলেন,—"এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, আলেকজেন্দ্রীয় শিক্ষাগারের কোন ছাত্র যোহনের ইঞ্জিল রচনা করে।" উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান চারি ইঞ্জিল আসমানী কেতাব নহে।

অধুনা প্রচলিত চারি ইঞ্জিল কোন্ ভাষায় রচিত হইয়াছিল ইনজিলে তাহা উল্লেখিত হয় নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় ইঞ্জিল দৃষ্ট হয়। এতদকারণে সহজেই মনে হয় যে, সম্ভবতঃ কোন নির্দিষ্ট ভাষার ইঞ্জিল হইতে বিভিন্ন ভাষায় ইঞ্জিল তর্জমা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট আদত ভাষাটী কি এবং সে ভাষার প্রাচীন পুস্তকটী কোথায় তাহার কোন সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণের ধারণা ইঞ্জিল হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়। কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, চারি ইঞ্জিলের লেখকগণ প্রত্যেকে ইস্রাইলী ছিলেন এবং তাহাদের মাতৃভাষা ছিল হিব্রু কিন্তু বর্তমান ইঞ্জিল পাঠ করিলে মনে হয় ইহা গ্রীক ভাষায় লিখিত ইঞ্জিল হইতে তর্জুমা করা হইয়াছে। কারণ বর্তমান ইঞ্জিলে বিভিন্ন স্থানে গ্রীক ভাষার স্পষ্ট ছাপ বর্তমান আছে। নিউটেষ্টামেণ্টে যোহনের প্রকাশিত বাক্যের ১ম পরিচ্ছেদের ৮নং বাক্যে বলা হয়—"খোদা, যিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন অর্থাৎ কাদেরে মোতলক বলেন যে,—আমি হইতেছি আলফা এবং ওমেগা।" আলফা এবং ওমেগা গ্রীক বর্ণমালার প্রথম ও শেষ বর্ণ।

আদত ইঞ্জিলের ভাষা কি ছিল তাহা সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ইঞ্জিলের উপর নির্ভর করা সম্ভবপর নহে। তর্জুমা মূল গ্রন্থের সমকক্ষ হইতে পারেনা। তর্জুমা মূল গ্রন্থের একটা দিক মাত্র। তর্জুমাকারী মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহা উপলব্ধি করেন তাহাই নিজ ভাষায় অথবা অন্য ভাষায় প্রকাশ করেন মাত্র। অনুবাদে অনুবাদকের নিজস্ব ভাব-ধারার প্রতিফলন অপরিহার্য্য। যেকোন মূলগ্রন্থ এবং তাহার তর্জুমা পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে পাঠক আমাদের মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থকে বহুকষ্টে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে টানিয়া নেওয়া যাইতে পারে। অনুরূপ মূলগ্রন্থের ভাষাকে বহু সাধ্য সাধনার পর গ্রীক ভাষা পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়।

www.ahlehadeethbd.org

বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের সকল প্রণেতাই ছিলেন ইস্রাইলী। ইস্রাইলীদের ভাষা ছিল হিব্রু। অতএব মূল ইঞ্জিল হিব্রু ভাষাতে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু হিব্রু ভাষায় লিখিত যে প্রাচীন ইঞ্জিল গ্রন্থ পৃথিবীতে বর্তমান আছে তাহা গ্রীক ভাষায় লিখিত ইঞ্জিলের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ। অতএব মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রচলিত চারি ইঞ্জিল যদিও হিব্রু ভাষায় লিখা হইয়া থাকে কিন্তু সাবেক কোন মূলগ্রন্থ বর্তমান কালে পৃথিবীতে নাই।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মৌলভী তোফাজ্জল হোসেন সাহেবের "বোরহানে কামেল" নামক পুস্তকের ১৬ পাতায় প্রদত্ত টিকায় কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশন হইতে ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত পাদ্রী রস সাহেবের "দাফে-এ-বহতানে বাতেল" নামক পুস্তকের কতকাংশ উধৃত করা হয়। উক্ত পুস্তকে পাদ্রী রস সাহেব বলেন,—"বরং কয়েকটি ইঞ্জিল যাহা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জন্মের পূর্বে প্রণয়ন করা হইয়াছিল কেম্ব্রিজ, রোম, প্যারিস এবং লণ্ডনে রক্ষিত আছে। বিশেষতঃ পাঁচটী হাতে লেখা ইঞ্জিলের কপি যাহা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জন্মের ২০০ বৎসর পূর্বে প্রণীত হয় রুশ দেশে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।" কিন্তু পাদ্রী ফাণ্ডরসন সাহেব লিখিত "ধর্মতত্ত্বের চূড়ান্ত" নামক পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় যে, হর্ণ সাহেব তাঁহার ধর্মতত্ত্ব নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আলোচনার পর বলেন যে,—"বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, সম্ভবতঃ উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তীকালে লেখা।" অতএব আজও একথা স্থির নিশ্চয়রূপে সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই যে, সর্বপ্রাচীন ইঞ্জিল কোন্‌টি এবং তাহা কোন্ ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এমত অবস্থায় প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের আদি ভাষা সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যাইতে পারে না।

নিউটেষ্টামেণ্টের ১নং করিন্থীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদের ১৫ নং বাক্যে বলা হয়—"কেননা যদিও খৃষ্টে তোমাদের দশ সহস্র শিক্ষকও থাকেন তথাপি তোমাদের পিতা বহু নহে। এ কারণে আমিই "ইঞ্জিলের মারফতে মসিহ্ ইসুর মধ্যে তোমাদের পিতা হইয়াছি" (উর্দ্দু ভাষার ইঞ্জিল দ্রষ্টব্য)। উপরোক্ত একটী স্থান ভিন্ন প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের কোন স্থানে "ইন্‌জিল" শব্দ ব্যবহৃত হয়নাই। সেণ্টপল করিন্থীয়দের প্রতি লিখিত তাঁহার প্রথম পত্রে উপরোক্ত "ইন্‌জিল" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সেণ্টপলের উপরোক্ত বাক্য পাঠে বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে ইনজিল একটি ছিল। আরও বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে যে ইনজিল ছিল তাহার রচয়িতা প্রচলিত ইন্‌জিল প্রণেতাদের মধ্যে কেহই নহে। কারণ সেণ্টপল ইন্‌জিল শব্দের সহিত কাহারও নাম ব্যবহার করেন নাই। পলের সময় অধুনা প্রচলিত চারি ইনজিলের কোন অস্তিত্ব থাকিলে "ইনজিল" শব্দটী ব্যবহার করিতে গিয়া তিনি নিশ্চয় চারিজন অথবা কোন একজনের নাম অবশ্যই উল্লেখ করিতেন।

রেভারেণ্ড বার্কলে সাহেব তাঁহার ডেইলিষ্টাডি বাইবেলের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেন—"কিন্তু পেপিয়াস নামক জনৈক প্রাচীনতম চার্চ ঐতিহাসিক আমাদিগকে একটি জরুরী সংবাদ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মথি যিশুর বক্তৃতা হিব্রু ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।" এতদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ মোসিয়ম সাহেব ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাহার ইতিহাস গ্রন্থে নাসরিয় ও ইবুনি খৃষ্টান উপদল সম্বন্ধে বলেন যে, "উক্ত দুইটী উপদলের প্রত্যেকের নিকট একটী ইন্‌জিল ছিল এবং তাহা আমাদের বর্তমান ইন্‌জিল হইতে ভিন্ন। উক্ত ইন্‌জিল বাবদে আমাদের জ্ঞানীদের মধ্যে মতবৈধতা আছে।" ম্যাক্‌লিয়ান সাহেব এবিষয়ে এক টিকায় বলেন,—"নাসরিয়দের ইন্‌জিল অথবা প্রাচীন হিব্রুভাষার ইন্‌জিল নিশ্চয় তাহাই যাহা ইবুনিদের নিকট ছিল। উক্ত ইন্‌জিল 'বারজন শিষ্যের ইন্‌জিল' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।" বর্তমানে উক্ত ইন্‌জিলের আসল কিম্বা কোন নকল পৃথিবীতে নাই। সম্ভবতঃ নাইসিয়া সম্মেলনে লটারীতে কৃতকার্য না হওয়ায় তাহা পরিত্যাক্ত অবস্থায় ধ্বংস হইয়াছে। হিব্রু ভাষায় লিখিত

www.ahlehadeethbd.org

উক্ত সাবেক ইন্‌জিল বিদ্যমান থাকিলে আধুনিক ইন্‌জিলের সততা স্থির করিবার একটা উপায় থাকিত।

বিখ্যাত পণ্ডিতগণের উপরোক্ত উধৃতাংশ দ্বারা একথা আরও স্পষ্ট রূপে নিরূপিত হয় যে, যিশু খৃষ্টের পর বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান চারি ইন্‌জিলের কোন অস্তিত্ব ছিলনা; বরং তদস্থলে অন্য একটী মাত্র ইঞ্জিলের প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহার অস্তিত্ব নাই। উপরং লুক তাহার ইঞ্জিলের শুরুতে অন্যান্য কতক লোকের ইঞ্জিল রচনার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি মার্ক, মথি কিংবা যোহন কাহারও ইন্‌জিলের কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, লুকের সময়েও আধুনিক ইন্‌জিলের অস্তিত্ব ছিলনা। যদি আধুনিক ইন্‌জিল তখন বর্তমান থাকিতই, তবে লুক্ নিশ্চয় তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

করিন্থীয়দের উদ্দেশ্যে লেখা সেণ্ট পলের প্রথম পত্র এবং প্রাচীন চার্চ ঐতিহাসিক পেপিয়াসের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বারজন শিষ্যের সময় ইন্‌জিল একটী ছিল। সম্ভবতঃ তাহাই হযরত ঈসার (আঃ) প্রতি নাযেল করা আসমানী ইন্‌জিল।

বর্তমান প্রচলিত চারি ইন্‌জিল একটী বিশিষ্ট পুস্তক। প্রত্যেকটী পুস্তক পরস্পর ভিন্ন—যদিও বিষয় বস্তুতে অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বার্কলে সাহেব তাঁহার উল্লেখিত তফসীরের ভূমিকায় বলেন, "মথির পুস্তকে ১০৬৮টী এবং লুকের পুস্তকে ১১৪৯টী বাক্য আমরা পাই। উক্ত উভয় লেখক মার্কসের ৫৮২টী বাক্য তাঁহাদের পুস্তকে উধৃত করিয়াছেন।" যোহনের ইন্‌জিলে আরও অধিক সংখ্যক বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। এই তারতম্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, চারি ইন্‌জিলের প্রত্যেকটী একটী স্বয়ং সম্পূর্ণ পুস্তক। একজন নবীর প্রতি বিরাট পার্থক্যপূর্ণ একই নামের চারি কেতাব নাযেল হওয়ার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ প্রত্যেকটী ইন্‌জিলের বিষয় বস্তুতে পরস্পর আকাশ-পাতাল পার্থক্য সাক্ষ্য দেয় যে, ঐগুলি তাহাদের স্ব স্ব লেখকের পুস্তক।

অনুবাদকৃত প্রচলিত চারি ইন্‌জিলের কোন মূল কেতাব না থাকায়, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত ইন্‌জিলগুলি প্রত্যেকটাই পৃথক পৃথক পুস্তক। চারি ইন্‌জিল বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হওয়ার দরুণ এক ভাষার ইন্‌জিলের সহিত অপর ভাষার ইন্‌জিলের অনেক বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় তর্জমাকালে ইন্‌জিলের প্রচলিত নামবাচক বিশেষ্য-গুলিকে ভাষান্তরিত করার দরুণ বিভিন্ন ভাষার ইন্‌জিল পাঠে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। উর্দু, আরবী, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত ইন্‌জিলগুলি পরস্পর তুলনা করিলে ইহার সত্যতা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়। আরবী ও উর্দু ভাষার ইন্‌জিলে যেস্থলে "তৌরাত্" ও "নবী" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে বাংলা ভাষায় তদস্থলে "ব্যবস্থা" ও "ভাববাদী" ব্যবহার করা হয় এবং ইংরাজী ভাষায় তদস্থলে "ল" এবং "প্রফেট" শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ঐ সকল ভাষায় ব্যবহৃত উক্ত শব্দগুলির নিজস্ব অর্থ রহিয়াছে এবং তাহা কোন ক্রমেই একে অপরের পরিপূরক অথবা পরিবাহক নহে (মথি-৫ঃ১৭ দ্রষ্টব্য)।

এতদপূর্বে ইহুদী জাতি আসমানী তৌরাত স্থলে মানুষের রচিত তৌরাত প্রচলন করে (ওল্ড টেষ্টামেণ্ট, যিশাইয় ২৪ঃ ৫ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া একটী আসমানী কেতাবের স্থলে একুশটির বেশী মনুষ্য রচিত কেতাবের প্রচলন করে। খৃষ্টানগণ ইহুদী জাতিরই একটী উপসম্প্রদায় মাত্র। খৃষ্টধর্মের প্রারম্ভ-কাল হইতে ইহুদী ও খৃষ্টানগণের মধ্যে মত বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। কালক্রমে উভয়েই আসমানী কেতাব হইতে বিচ্যুত হইলে তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায় এবং একে অপরকে কাফের বলিয়া কুখ্যাত করে। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই দুই দলের কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। এই সময়ে আল্লাহ তা'লার শেষ আসমানী কেতাব "আলকোরআন"—কোরআনে মজিদ নাজেল হয়।

ইহুদী ও খৃষ্টানগণের পরস্পর কলহকে উদ্দেশ্য করিয়া কোরআনে করিম ঘোষণা করে,—"হে

www.ahlehadeethbd.org

আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ

(২)

মুন্‌শী ফসীহ্‌উদ্দীন ও তাঁহার দোভাষী পুঁথি :

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

তর্জুমানুল-হাদীসের বিগত পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত "আহ্‌লে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, আহলে-হাদীস ইতিহাসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পাওয়া যাইবে আহ্‌লে-হাদীস আলেমগণ কর্তৃক লিখিত পুঁথি-পুস্তকে।

আহলে-হাদীস আলেমগণের মধ্যে অনেকেই দোঁভাষী পুঁথি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫।৩০ বৎসরে আহলে-হাদীস আলেম ও মুন্‌শী সাহেবান কর্তৃক বহু মূল্যবান পুঁথি রচিত হইয়াছে আর উহাই ছিল তখনকার দিনে মুসলিম সমাজে ধর্মপ্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কোন সুরালো পুঁথি-পাঠক যখন যোশের সঙ্গে সুর করিয়া পুঁথি পাঠ করিতেন তখন তাহার চতুষ্পার্শে শ্রোতার দল পরম উৎসাহে আকর্ণ উহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং পুঁথির নসিহতের দ্বারা তাহাদের জীবনকে সংশোধিত করার প্রয়াস পাইতেন। তখন মুসলিম জনজীবনে ধর্মীয় পুঁথির প্রভাব ছিল অপরিসীম।

আহলে-হাদীস পুঁথি লেখকগণের মধ্যে মুন্‌শী ফসীহউদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার নিজের পরিচয় তাঁহার "মেছবাহল এছলাম" পুঁথিতে এইভাবে দিয়াছেন :

শায়েরের পরিচয়ের বয়ান

রাগ পয়ার ছন্দ

পরগাণে পলাসি নাম মাশুর জানিবে।
থানা প্যানি ঘাটা জেলা নদীয়ার তাবে॥

• • •

বড় চান্দ ঘরে ঘর জানিবে আমার।
উদ্দেশ্য জানিতে লেখিলাম সমাচার॥

• • •

সকলের কাছে কহিতেছি বার বার।
একিন জানিবে নাহি ফোরছত আমার॥
পরের চাকরি করি আছি পর তাবে।
কেমনে মনের মত রচনা হইবে॥
গরিব করেছে খোদা ভাবি সর্বক্ষণ।
খরচ অধিক ফলে নাহি উপার্জ্জন॥
অন্তর উদাস হয়ে আছি পরদাস।
কেমনে লইব জশ নাই অবকাশ॥
মেজাজে নাহিক রস সদা খস খস।

আহলে কেতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান), তোমাদের সামনে আল্লাহ তা'লার নিদর্শন (আলকোরআন) বিদ্যমান থাকা সত্বেও কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ কর!" হে আহলে কেতাব; সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিয়া কেন তোমরা সন্দেহ উদ্রেক করিতেছ! অথচ সত্য সম্বন্ধে তোমরা অজ্ঞ নও (আলেএমরান,—৬৯—৭০ আয়াত)।

কোরআনে করিম আরও ঘোষণা করে,—"হে আহলে কেতাব, যে পর্য্যন্ত তোমরা (আসমানী) তৌরাত, আসমানী ইঞ্জিল এবং যাহা তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে নাযেল হইয়াছে (আলকোরআন) এর প্রতি কায়েম না হও সে পর্য্যন্ত তোমাদের অস্তিত্ব ভিত্তিহীন। (হে আল্লাহর রসুল, আপনি দেখিবেন যে,) যাহা আপনার প্রভুর নিকট হইতে নাযেল হইয়াছে (আলকোরআন) তাহা (আহলে-কেতাবগণের প্রতি প্রভাব বিস্তার করা দূরের কথা বরং) তাহাদের ঔদ্ধত্য এবং বিরুদ্ধাচরণ আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবে। সুতরাং সত্য হইতে যাহারা বিমুখ হইয়াছে তাহাদের অবস্থা দৃষ্টে আপনি দুঃখ করিবেন না (মায়েদা—৬৭ আয়াত।

www.ahlehadeethbd.org

রচিব কি দিবানিশি ভাবনার বস ॥
নিজেতে নিরস রস লিখি কি প্রকারে।
রস কথা রস করা নিরসে কি পারে ॥

শায়ের নিজেকে নিরস এবং তাঁহার রচনাকে রস শূন্য বলিয়া আখ্যায়িত করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে পুঁথিতে স্থানে স্থানে প্রচুর রস পরিবেশন করা হইয়াছে।

পিতা, উস্তাদ প্রভৃতির পরিচয়

রাগ চুটকি ছন্দ

শুনহে এছলাম, রহমতুল্লা নাম।
ছিল মেরা বাবাজির ॥
খাইতে খেলাতে, পড়িতে পড়াতে,
এ বিসয় বেনজির ॥
ছাখাওতি কাম, করিতে মোদাম,
বখিলে বৈমুখ সদা ॥
করতে কোশেস, নেকিতে হামেস,
বড় ছিল দেল সাদা ॥
ছিল যবে মোর, এগারো বচ্ছর,
বাপ মেরা দেল ছাফ ॥
দুনিয়া হইতে, এজ্জতের সাতে।
কুচ করিলেন আপ ॥
ওস্তাদ আমার, মুনশী আছগার।
আর মুনশী বাহারুল্লা ॥
ছেপ্ত তেনাদের, কি কব সে ঢের।
সদা মস্ত লিল্লা ফিল্লা ॥
ভাইজী আমার, বড় দিনদার,
মিষ্টাচার মুখখানি ॥
মামু গুণধাম, নকিবদ্দি নাম,
পরম দুর্লভ জ্ঞানি ॥
শশুর আমার, পষ্ট শিষ্টাচার,
সেখ কামালদ্দি নাম ॥
দিনের বাবুদে, বহুতি তাইদে,
থাকে তিনি ছোবে সাম ॥
মাতা পিতা জনে, গুরু মুরসিদানে,
বন্ধু ইত্যাদির তরে ॥
এই দোওা করি, দরগা হৈতে বারি;
বেহেস্ত নছিব করে ॥

পুঁথি লেখার তারীখ

রাগ পয়ার ছন্দ

আয় আল্লাতালা এহি কেতাব আমার।
আমল নছিব করে দেও সবাকার ॥
আয় ভাই পড়নেওয়ালা কেতাব আমার।
আয় শুন্নে মান্নেওালা যত দিনদার ॥
খাটি দেলে মোর হালে কর দোওা ভালা।
বেহেস্তে নছিব মোর করে খোদাতালা ॥
সন ১২৭৯ সাল ভিতরে।
পহেলা কার্তিক মাসে রোজ বুধবারে ॥
১২৯৮ সাল হিজরির।
১৮৭২ সাল ইংরাজির ॥
শ্রাবণের ১২ই অক্টোবরের সনেতে।
পহেলা ছাপাই কেতাব খোদার রহমতে ॥
ছাপানে অক্ষম আমি হই বাতে বাতে।
কবালা লিখিয়া দিলাম নিজ হাতে হাতে ॥
এছমাইল খাঁ জিনী ॥
আমার সত্বে সত্ববান হইলেন তিনি ॥

মুনসী ফসীহউদ্দীনের লিখিত যে কয়খানা পুঁথির নাম আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি সেগুলি হইতেছে ঃ

১। মেছবাহল এছলাম, ২। মেনহাজল এছলাম, ৩। তরীকায়ে মোস্তাফা (৩ খণ্ড) ৪। মেফতাহল এছলাম এবং ৫। ছামছামল মওাহেদিন।

তন্মধ্যে আমরা মাত্র দুই খানা কেতাব—'মেছবাহল এছলাম' এবং 'ছামছামল মওাহেদিন' দেখার সুযোগ পাইয়াছি। আলোচ্য প্রবন্ধে এই দুইখানা পুঁথি সম্পর্কে আলোকপাত করা হইবে।

প্রথম পুঁথির আসল নাম "হহি মেছবাহল এছলাম"। এই পুঁথির শুরুতেই লেখা আছে ঃ

www.ahlehadeethbd.org

* দাখেল করিনু এতে দিনের কালাম। লেখিলাম
* এহাতে বয়ান আমি জতো॥ দিনের ফায়দার ছেওা
* নাহি অন্ত মতো॥ কোরান হাদিছ হোতে লেখিনু *

রাগ চুটকি ছন্দে ও পয়ারে হামদ ও না'তে এবং রাগ পয়ার ছন্দে ইমানের বয়ান করা হইয়াছে। শের্ক ও বেদআত সম্পর্কে পয়ারে রচিত বর্ণনা ও নসিহত এই পুঁথির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ। দেশে বহুল প্রচলিত শের্ক ও বেদআতমূলক কাজ সমূহের একটি একটি করিয়া উল্লেখ করিয়া উহার অনিষ্টকারিতা হইতে বাঁচার জন্য সুন্দর নসিহত সহজাসাধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ নিম্নে কিঞ্চিৎ উধৃত হইল।

শের্ক সম্পর্কে

সেরেক কাহারে বলে সোনহে সবাই।
ছাড়িলে সেরেক কাম হইবে ভালাই॥
আল্লা ছাড়া অন্য জনে চাহিলে মদত।
হইবে সেরেক এতে ঘটিবে আফত॥
জেয়ছা এদেশেতে করে মসরেক সবাই।
মুছিবত পাইলে দেয় পিরের দোহাই॥
কেহু পাঁঠা মানে কেহু হাজত দর্গায়।
ভালায়ের তরে কেহু গোণ্ডারা বানায়॥

০ ০ ০

এইছা জে কবর জাতে লাস নাই ভাই।
পুজিলে কাফের হবে জানিবে সবাই॥
আর তার জোরু পরে তালাক বাইন।
ওাকা হইবে তাতে বোজহে মোমিন॥

০ ০ ০

লাকড়ি কাগজ জেয়ছা তাজিয়া কবরে।
বানায় তাজিমে আর জেয়ারত করে॥
খোদার রহমত হইতে দুর পড়ে সেই।
আর সে মরদুদ হয় হাদিছে এয়ছাই॥
গোস্ত রুটি মালিদা কি খির সিন্নি হয়।
ঝুটা কিম্বা ছাচ্চা গোরে দিয়া এই কয়॥
ফলানা আওলিয়া তুমি আমার উপর।
হামেশা করিতে থাকে মেহের নজর।
আপনার পানা তলে রাখ এ জনায়।
বালা ও আফত হইতে বাঁচাবে আমায়॥
আমার মকছেদ পুরা করিবে আপ।
আর দূর কর আমা হৈতে দুঃখ তাপ॥
এমত নিয়াজ করা পিরের দর্গায়।
এসব হারাম কাম জানিবে নিশ্চয়॥

০ ০ ০

আল্লা ছাড়া অন্য জনে মদত চাহিলে।
কাফের হইবে সেই আর সে মসরেক!!

বেদাত সম্পর্কেঃ

নবীর তরীকা ছাড়া নয়া জেই কাম।
তাহাকে বেদাত বলে জানিবে তামাম॥
জেয়ছা সাদি কামে ঢোল আতস বাজি করা।
খুঁটি করে দাড়ি ছাটা কোঁচা কাচা মারা॥
হোক্কা পেওা ফয়তা দেওা ধর টাকা কামান।
চুড়িদার এজার পেন্দা চাপকান আচকান॥
দাঁতে মিসি কিস্তী টুপি হেলে কমরেতে।
দশহাত ধুতি জুতা জরির পায়েতে॥
এই মত সতো ২ কত কব আর।
সংক্ষ্যাপে লেখিনু চল করিয়া বিচার॥
বেদাতের সারেহ ওাব বহু কবিকার।
লেখেছে কেতাব বিচে হাজারে হাজার॥
ছাড়হে বেদাত কাম না করিবে দের।
নতুবা দোযখের কোন্তা' হইবে আখের॥
সেরেক বেদাত কৈলে দুনিয়া ভিতর।
জান্নাত হারাম হবে তাহার উপর॥

অতঃপর নামায, জামাতে নামায, রমযানের রোযার ফযিলত, ফিৎরা, কোরবানীর ফযিলত, দুনিয়া ও আখেরাত, পর্দা, নেকা ছানি (বিধবা বিবাহ) জোরু খছমের বয়ান, বিবি রমিছা (অমীসা) বিবি রহিমার বয়ান—বিবিদের উদ্দেশ্যে নছিহত, মরদদের জন্য নছিহত সুদখোর, জেনাকার প্রভৃতির, আযানের বয়ান,

www.ahlehadeethbd.org

বেহেশত ও উহার বিভিন্ন নেয়ামত, হুর ও বেহেশতী জওয়ানের ছুরত-ছেফাতের বয়ান এবং অন্যান্য বিষয় এই পুঁথিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

বিবি, অমীসা কর্তৃক তাঁহার মৃত সন্তানকে পালঙ্কে শোয়াইয়া রাখিয়া জিহাদ প্রত্যাগত স্বামীকে খোশ আমদেদ জ্ঞাপন এবং আদর আপ্যায়ন করার বর্ণনা—অবশেষে কৌশলে স্বামীর নিকট সংবাদ জ্ঞাপন ও সবরের উপদেশ প্রদান, বিশেষ করিয়া বিবি রহিমার ন্যায় স্বামী নবী আইয়ুবের সনিষ্ঠ খেদমত ও কষ্ট বরণের বর্ণনায় শায়ের চমৎকার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দোযখের বর্ণনা যেমন ভীতিপ্রদ তেমনি বেহেশতের বর্ণনাটিও অত্যন্ত মাধুর্য মণ্ডিত হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় এবং প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় ঐ সব বিবরণ হইতে এখানে উধৃতির লোভ সম্বরণ করিলাম।

"মেছবাহুল এছলাম"এর আলোচ্য বস্তু মূলতঃ শরীঅতের সাধারণ কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়, উহা সর্বশ্রেণীর মুসলমানের হেদায়তের জন্য লিখিত। তবে হামদ ও না'তের এবং শের্ক ও বেদআতের বর্ণনায় এবং উহা হইতে আত্মরক্ষার উপদেশে আহলেহাদীস আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে।

মুন্‌শী ফসীহউদ্দীনের "মিনহাজুল এছলাম" "তরীকায়ে মোস্তফা" এবং অন্যান্য পুঁথি এ পর্যন্ত আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেনাই। মনে হয় তরীকায়ে মোস্তফায়" (৩ খণ্ড) আহলেহাদীসগণের আদর্শ এবং মসলা মাসায়েলের পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহার এই কেতাব এবং অন্যান্য পুঁথি মফঃস্বলে অনেকের নিকট নিশ্চয়ই রহিয়াছে। কেহ মেহেরবানী করিয়া কিছু দিনের জন্য বইগুলি আমাদিগকে ধার দিলে বাধিত হইব।

এখন তাঁহার অন্যতম পুঁথি "ছামছামল মওয়াহেদীন" সম্বন্ধে একটু সবিস্তারে আলোচনা করিব। জামালপুরের উপকণ্ঠ শরীফপুর জামে মসজিদের ইমাম এবং পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের ভূতপূর্ব মুবাল্লিগ—মওলানা মোহাম্মদ মুস্তাকীম সাহেবের সৌজন্যে আমি পুঁথিখানি দেখার সুযোগ পাইয়াছি।

১২০ পৃষ্ঠার পুঁথির এই নুসখায় প্রথম দিকের ১৬ পৃষ্ঠা নাই। কিন্তু আসল আলোচ্য বিষয় ১৮শ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হওয়ায় উহাতে আমাদের আলোচনার কোন অসুবিধা হইবেনা।

পূর্বেই বলিয়াছি আহলে হাদীস ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ পাওয়া যাইবে বাহাস মুনাযেরার বিবরণ সমূহে। বাংলা ১২৯৪ সালের মাঘমাসে মুর্শীদাবাদ যিলার গোরাবাযারে হানাফী আহলে হাদীস গণের মধ্যে একটি বাহাস মুনাযেরা অনুষ্ঠিত হয়। এত বড় বাহাস বাঙ্গালাতে তো নয়ই, হিন্দুস্থানের অন্য কোথাও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। "ছামছামল মুওাহেদিনে"র লেখক মুন্সী ফসীহউদ্দিন ছিলেন এই বাহাসের প্রত্যক্ষদর্শী। 'রচকের উক্তি' শীর্ষক পারিচ্ছদে তিনি এই পুঁথির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজেই বলিতেছেন:

মোহাম্মদী ও হানাফী দুই গোরহের।
ছওাল জওাব জেয়ছা হৈলো উভয়ের॥
লিখিলাম সব আমি ওয়াস্তে আল্লার।
না করিনু কমি বেসি গাওা সে গাফ্যার॥
হারিলো জিতিল কারা কি কব সে বাবে।
কেতাব পড়িয়া তাহা বুঝে লেহ সবে॥

বর্ণনায় তিনি কম বেশী যে করেন নাই তাহা এ সম্পর্কে উর্দুতে প্রকাশিত পুস্তিকা গুলির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলেই বেশ বুঝা যাইবে।

বাংলা ১২৯৪ সালের মাঘ মাসে মুতাবিক ১৩০৫ হিজরীর জমাদিউল আওয়ালে এই ঐতিহাসিক বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইহা সৌর বৎসর হিসাবে ৭৬ বৎসর আর চান্দ্র বৎসর হিসাবে ৭৮ বৎসর পূর্বকার ঘটনা। বাহাস খতম হওয়ার পর "আখ্‌বারুল আখয়ার", "মুশীরে কায়সর" এবং অন্যান্য হানাফী পরিচালিত পত্রিকায় উহার যে বর্ণনা ও ফলাফলের কথা প্রকাশিত হয় তাহা ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ। এজন্য উক্ত বাহাসের অন্যতম অংশ গ্রহণকারী মওলানা মোহাম্মদ সাঈদ বানারসী (মওলানা আবুল কাসেম

www.ahlehadeethbd.org

বানারসীর বুযুর্গ পিতা) তাঁহার নিজস্ব পত্রিকা "নাস্‌রাতুস সুন্নায়" বাহাসের নিজের দেখা এবং কানে শোনা বিবরণ প্রকাশিত করেন এবং পরে পুস্তিকাকারে উহা প্রকাপ করেন। ৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এই পুস্তিকাটির নাম كيفيت مناظره مرشد اباد "কাইফিয়তে মুনাযিরা মুর্শীদআবাদ।"

এই বাহাসে আহলে-হাদীস পক্ষের একমাত্র মুনাযের মওলানা আবদুল আযীয রহিমাবাদী সাহেব পরে নিজেই

روئيداد مناظره مرشد اباد مابين مقلدين وغير مقلدين .

"রুয়েদাদ মুনাযেরা মুর্শীদআবাদ মা বাইন মুকাল্লেদীন ওয়া গাইর-মুকাল্লেদীন" নামে ২৩ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা ছাপান। বাহাসে মওলানা আবদুল্লাহ গাযীপুরী এবং মওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম আরবীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে এই পুস্তিকায় বর্ণিত বিবরণকে সঠিক এবং যথার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মওলানা সাঈদের পুস্তিকায় বাহাসের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং উপক্রমণিকার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে যাহা মওলানা রহিমাবাদীর পুস্তিকায় নাই। কিন্তু বাহাসের বিবরণ এবং আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ মওলানা রহিমাবাদীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পড়িলে মনে হয় যেন স্বচক্ষে বাহাস প্রত্যক্ষ করিতেছি। মুনসী ফসীহ উদ্দীন তাঁহার পুঁথি কখন প্রকাশিত করিয়াছেন আমাদের কপির মলাট এবং প্রথম দিকের কয়েক পৃষ্ঠা না থাকায় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে উর্দু পুস্তিকার সহিত আসল বিবরণীতে উহার কোন গরমিল নাই। মনে হয় ইহা লিখিবার সময় উভয় উর্দু পুস্তিকা তাঁহার সম্মুখে ছিল। তবে তাঁহার পুঁথিতে উপস্থিত আলেম ওলামা গণের পরিচয় দান, মুনাযেরার স্থানের বর্ণনা এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা যেভাবে করা হইয়াছে তাহাতে লেখকের কবিমানস এবং তাঁহার নিজস্ব বর্ণনা ভঙ্গী বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এখন "ছামছামল মুওাহেদিন" এর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পুঁথির আলোচ্য বিষয় হইতেছে মুর্শীদাবাদের গোরাবাজারে অনুষ্ঠিত হানাফী-আহলেহাদীস বাহাস। বাহাসের একমাত্র বিষয় ছিল তকলীদে-শখছী। হানাফী পক্ষের দাবী এই যে, তাহারা তকলীদে শখছী কুরআন ও হাদীস হইতে প্রমাণ করিবেন। আহলে-হাদীসগণ উহা রদ করিবেন। মওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী লিখিয়াছেন এত বড় আজিমুশান বাহাস বাঙ্গালা কেন হিন্দুস্তানেও হয় নাই। মুনসী ফসীহউদ্দীনও উহার প্রতিধ্বনি করিয়া তাহার পুঁথি রচনার কৈফিয়ত এইভাবে প্রদান করিয়াছেন ঃ

এমন ধূমের সভা কি কহিব ভাই।
বাঙ্গালাতে কিবা হেন্দুস্তানে হয় নাই॥
এরাদা হইল মেরা সে সকল হাল।
তামামি লিখিব যদি চাহে জুলজালাল।
তবে ঐ সভা জারা দেখেনি চক্ষেতে।
তাহারাও জেনে লিবে এই কেতাবেতে।
কেতাব পড়িয়া হাল ঐ জে সভার।
ওয়াকেফ হৈয়া জাবে ফজলে খোদার।

বাহাসের পূর্ব কথা ঃ

মওলানা ইব্রাহীম দেবকুণ্ডী (মওলানা মওলা বখশ নদভী সাহেবের বুযর্গ পিতা, মওলানা নযীর হুসেন দেহলভী সাহেবের স্বনামধন্য ছাত্র) হিন্দুস্থান হইতে বিদ্যার্জনের পর দেশে ফিরিয়া এতেবায়ে সুন্নতের প্রচার শুরু করিয়া দেন। এই সময়ে শীষ গ্রামের মৌলবী আবদুল হক হানাফীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তকলীদ সম্পর্কে বাদানুবাদ হয়। অবশেষে রামেশ্বরপুরে দুই জনের মধ্যে এ সম্পর্কে একটি বাহাস হয়। সায়ের ফসীহ উদ্দীন তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, মওলানা ইব্রাহীম একজন জবরদস্ত আলেম। মা'কুল এবং মনকুল উভয় বিষয়েই তাহার পুরাদখল। আমি তাঁহার আবজেদ খানের উস্তাদ এবং উস্তাদ বলিয়াই তিনি আমাকে ডাকেন কিন্তু আমি তাঁহাকে আফলাতুন বলিয়া মানি। মওঃ ইব্রাহীম এবং মৌঃ আবদুল হকের

www.ahlehadeethbd.org

মধ্যে যে বাহাস হয় তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে শায়ের বলিতেছেন:

রামেশ্বরপুরে এক মজলেছ আজিম।
শিজগ্রামি আর সে মৌলবী এবরাহিম॥
কোরে ছিল বাহাছের বাবে দুই জন।
জুটে গেলো দুদিগের বহু লোকজন।
তকলিদ ওয়াজেব মুখছি এহার বাবেতে।
বাহাছ হইল তারি সরু উভয়েতে॥
আপন চক্ষুতে আমি দেখিনু জেমন।
লিখিতেছি তেয়ছা শোন লাগাইয়া মন।

বাহাসে মৌলবী আবদুল হক হারিয়া গেলেন এবং নিজের পরাজয়ের কথা সর্বসমক্ষে স্বীকারও করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিলেন, আমার চাইতে বহু বড় বড় আলেম হানাফী জামাতে রহিয়াছে। তাহাদিগকে আনাইয়া বড় রকম বাহাসের আঞ্জাম করিয়া যাহা হক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে তাহাই মানিয়া লইব। ইহার পর বড় বাহাসের ধুমধাম পড়িয়া গেল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে চারি মাসের চেষ্টায় হাজার টাকা চাঁদা উঠিল। অতঃপর মৌঃ আবদুল হক মওলানা ইব্রাহীম দেবকুণ্ডীর সহিত মুনাযিরার বিষয় সম্পর্কে পত্রের আদান প্রদান শুরু করিলেন। প্রথম দুই দফায় আরবীতে এবং পরে পারসীতে এই সব চিঠি লিখিত হইয়াছিল। আরবী চিঠির নকল মওলানা সাঈদ সাহেবের পুস্তকে উধৃত হইয়াছে। মওলানা দেবকুণ্ডীর চিঠিদ্বয় আরবী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্বের চিহ্ন বহন করিতেছে। এই চিঠির আদান প্রদানের মাধ্যমে বাহাসের বিষয়, স্থান, শান্তি শৃংখলার ব্যবস্থা, সালিশ এবং বাহাসের শর্ত প্রভৃতি সাব্যস্ত করা হয়।

মুন্শী ফসীহউদ্দীনের ভাষায় আহলে-হাদীসগণের শর্তছিল এই:

পহেলাতে এই লেখে মোনাজেরা স্থানে।
পুলিষ আসিয়া তার থাকে নেঘাবানে॥
দ্বিতীয়া উভয় হৈ'তে এক এক জন।
কালাম করিতে হইবে এই নিবেদন॥
তৃতীয়া মজহাব ছাড়া জানিবে মোদের।
চাহি সে সালিষ হওয়া দ্বিতীয়া লোগের॥
চৌথাতে সমাজকর্তা হয় যে এমন।
তামাম সর্তের করে আঞ্জাম জে জন॥
পাচওা হারিবে জেই বিচারের দ্বারে।
আপন মাজহাব হবে ছাড়িতে তাহারে॥

কিন্তু হানাফীগণ সব শর্ত মন্জুর করিলেন না। প্রত্যেক পক্ষের মাত্র একজন লোকই মুখপাত্র হইয়া কথা বলিবে একথা তাহারা স্বীকার করিলেন না।

মওলানা আবদুল আযীয সাহেবের বিবরণ অনুসারে হানাফীদের পক্ষ হইতেই মুর্শীদাবাদ জজকোর্টের নয়জন বিশিষ্ট হিন্দু উকিলকে সালিস মান্য করার প্রস্তাব করা হয়। আহলেহাদীসগণ উহা কবুল করেন। যে পক্ষ হারিয়া যাইবে সেই পক্ষ স্বীয় মযহাব পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ী পক্ষের মযহব গ্রহণ করিবে—এই শর্ত উভয় পক্ষ মানিয়া লইলেও সভার শুরুতে সালিসগণ উহা বাতিল করিয়া দেন। সালিসগণের প্রধান যিনি ছিলেন তাহার নাম—বাবু বৈকুণ্ঠ…। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোক ছিলেন।

বাহাস স্থলের বর্ণনা

মুন্শী ফসীহউদ্দীন বাহাসের এন্তেজাম ও ব্যবস্থাপনার বর্ণনা এইভাবে প্রদান করিয়াছেন:

কোসাদা জাগাতে এক দুই সামিয়ানা।
লম্বা লম্বা চৌড়া চৌড়া কি কব বর্ণনা॥
উভয়েতে খাড়া খাড়া করিলেন খাড়া।
কি কহিব খাড়া খাড়া খুবি হইল বাড়া॥
সমাজের ভাগ হৈলো চারি ভাগ পরে।
একে একে জাই লিখে সোন ভাই ছারে॥
মোবা হেছ গণ আর খাছ লোকদের।
সমাজের মধ্যা জাগা হৈল তেনাদের॥
দু দিগের মোবা হেছ গণের বিচেতে।
ছিল সে ফাছেলা এক খুবির সঙ্গেতে॥
ফাছেলার উত্তরে হানাফী ফাজেলান।
দক্ষিণেতে ছিল মহাম্মদী আলেমান॥

www.ahlehadeethbd.org

দুদিগের আলেমের নেহাতি কাছেতে।
ছিলেন সালিসগণ পশ্চিম দিগেতে॥
আর সাধারণগণ চারি তরফেতে।
এই বন্দবস্ত মত ছিল সকলেতে॥
জুটিল হাজারো লোগ দুই তরফের।
আইল তামাসাগির কত মুল্লুকের॥
মানুস জনের এত হাঙ্গামা হইল॥
চিজ বস্তু সহরের মাহাঙ্গা বিকিল।

উভয় পক্ষের উপস্থিত বিশিষ্ট আলেমগণের নাম অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে। হানাফী পক্ষে একে একে যাহারা যোগদান করিলেন তাহাদের নাম এই : মোল্লা আরেফ বেলায়েতী, মওলানা হেদায়েতুল্লাহ খান জৌনপুরী, নোয়াখালীর মৌলবী করিম বখশ, রামসুড়ের মৌলবী লুৎফর রহমান, (কলিকাতা মাদ্রাসার মুদার্রেস) মৌলবী এহসান আলী, দিল্লীর মওলানা আবদুল হক এবং

মৌলবী হাদি হোসেন সেরআলী আর।
না জানি কোথায় ঘর ঐ দুজনার॥
আর কয় মৌলি বাঙ্গালা ও বেলাতের।
তশ্‌রিফ আনিল নাম না জানি তাদের।

আহলেহাদীস পক্ষের আলেমগণের যে বর্ণনা শায়ের প্রদান করিয়াছেন তাহা হুবহু নকল করিতেছি :

আহলেহাদিছ জারা তরফে তাদের।
কোন্ ২ জন আইল করি তা জাহের॥
আইল মৌলবী ধন্য মহাম্মদ নাম।
বড়ই মোত্তাকি ঘর জামরে মকাম॥
মোদের মোর্শেদ জাদা বাড়া দেল সাদা।
বধ করে বদ সদা নেকিতে এরাদা।
ক্রামাতুল্লা মৌলবী মরহুমের ফরজন্দ।
ছর্দারের বেটা বাড়া ছর্দার পছন্দ॥
পাঞ্জাবী মৌলবী এক রহিম্বখ্‌শ নাম।
হালেতে করেন বাস কালকত্তা মকাম॥
তওরাত জবুর আর ইঞ্জিল ফোরকান।
এ চারে মাহের তিনি এয়ছা গুণবান॥
নাছারার রদে দিন রাত আছে লেগে।
পাদরি দেখিলে তাঁরে দূরে জায় ভেগে॥
এব্‌রাহিম নাম এক মৌলবী আরার।
ওয়াজ সুধার ধার বাড়া দিনদার॥
কি কহিব করে তিনি ওয়াজ জখন।
জার ২ হৈয়া কান্দে মাজলেছ তখন।
মওলানা আবদুল্লাহ নাম গাজিপুরে ঘর।
নেহাতি হালিম তাব মেজাকি জবর॥
কি কহিব আমি তাব গুণের বর্ণন।
জামানার মধ্যে আফলাতুল একজন॥
জেহেন চক্ষুর দেখি পুথলিকা তিনি।
মহা বিজ্ঞ অতি জজ্ঞ জুগের বাছনি॥
বাড়া খুবি মৌলবী ছাঈদ কাশী বাসী।
বড়ই মোত্তাবে ছোন্না সাবাসি ২॥
আর একজন সাদা মন গুণধাম।
আরার তরফে ঘর খোদাবখস নাম॥
মহাম্মদ মওলানা নেহাতি দেল সাদা।
মংগলকোটেতে ঘর মোখাদেম জাদা॥
জে জায় মংগলকোটে মংগলের তরে।
খোদার ফজলে সেই খালি নাহি ফিরে।
বাঙ্গালাতে মহাকোট সে মংগল কোট।
মহাম্মদ ফুলে সোভা মংগল গোলজার।
জংগলে মংগল হয় দিদারে তেনার॥
আলেম হক্কানি তিনি আবেদ রব্বানি।
গুণের সাগর মুখে চিনি মাখা বানি॥
চেহেরা নুরানি ধন্য জাহিন প্রসিদ্ধ।
বহুতি লায়েক রাখে হরফানে সাধ্য॥
রহিমা আবাদি নাম আবদুল আজিজ।
আলেম আবেদ ওলি আল্লার আজিজ॥
খাছ মহাম্মদি বাড়া দিনের হাফিজ।
না তাকে দুনিয়া পানে হরগিজ ২॥
জামানার মধ্যে দেখি হদ্দ একজন।
বিদ্যাপতি জোদ্ধা অতি বোদ্ধা বিচক্ষণ॥

www.ahlehadeethbd.org

এত বড় বাহাসের আঞ্জাম ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন সোজা ব্যাপার ছিল না। উভয় পক্ষের কর্মকর্তা অত্যন্ত সুশৃংখলার সঙ্গে এ কাজ সম্পাদিত করিয়াছিলেন। আহলে হাদীসগণের মধ্যে সর্বপ্রধান কর্মকর্তা বা পরিচালকের নাম ছিল হাজী নকীবুদ্দীন। ইহার সম্বন্ধে কবিকারের মন্তব্য এই ঃ

হাজি নকিবদ্দি মহাভদ্র একজন।
ধনে মানে জ্ঞানে এক ব্যক্তি বিচক্ষণ।
জেয়ছাই খোদায় তাঁরে দিয়াছে বিসয়।
তেয়ছাই হামেসা দেখি করিতেছে ব্যায় ॥
মোছাফের লাগা দ্বারে আছে দিন রাত।
না করে আলিস্য কভু করিতে খায়রাত ॥
আপনি জেয়ছাই তেয়ছা রাখে চারিপুত।
আহা সকলেতে রাহা দিনেতে মজবুত ॥

এই চারিপুত্রের নাম ১। খোদা নেওয়াজ ২। মুন্সী এমাদুদ্দীন। ৩ মূছা এবং হারুনর রশীদ। প্রত্যেকেই দীনদারীতে মজবুত, জামাতী কাজে অত্যন্ত উৎসাহী।

শায়েরের মামুর নামও 'নকিবদ্দী'। বাহাসের কর্মকর্তা হাজী নকীবুদ্দীন আর তাঁহার মামু একই ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে।

শায়ের প্রতিপক্ষের প্রধান ব্যবস্থাপক "শ্রী রাজা ঘিল্লুর রহীমের" গুণগান করিতেও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ

জেমন সুন্দর নর বুদ্ধিও সুন্দর।
জেমন বদন খানি তেমনি অন্তর ॥
সদা রেফাকাত নাহি মেজাজে নেফাক।
কি কব তারিফ বাড়া ছাহেব আখলাক ॥
এত যে রাখেন তিনি হাসমত দব্দবা।
না রাখে গোরুরী কিছু মারহাবা মারহাবা ॥
জাকের শাকের এক নেহাতি আল্লার।
জ্ঞানমান বুদ্ধিমান অতি চমৎকার ॥
তেলওাত আগে করে আর তছবি খানি।
পরে দুনিয়ার কামে লাগেন আপনি ॥
হানাফী লোগের এয়ছা রাজা আলিসান।
আছিল আঞ্জামকার বোঝো ভাই জান ॥

উভয় পক্ষে খাওয়া দাওয়ার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার বিবরণ না দিয়া শায়ের উহার না-দেওয়ার যে কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন তাহা বেশ উপভোগ্য।

খানা ও পিনার কথা দুই তরফের।
ছাড়িয়া দিলাম আমি সে সব জেকের ॥
অনুমানে বোঝো মনে ভাই সকলেতে।
তাতে কেহ কম নহে দুই তরফেতে ॥
সে বাবেতে দুদিগেতে হইল চূড়ান্ত।
না লিখিনু বিস্তারিত থাকিলাম ক্ষ্যান্ত ॥
জেসব নেঞামত খাইলেন দুই দলে।
আমার কলমে সে সব শুনিতে পাইলে ॥
সাহিভোগ কলমের সে ভোগের লোভে।
অনার্থক মুখে কালো লাল পড়ে জাবে ॥
নেঞামতের খাঙ্গা এ কারণে বোঝো ছারে।
কলম হইতে আমি রেখে দিনু দূরে ॥

এখন বাহাস শুরুর পালা। বাহাসের বিষয় ছিল তকলীদে শখসী। হানাফী পক্ষের দাবী ছিল যে, তাহাদের নিকট তকলীদে শখসী অর্থাৎ চারি ইমামের যে কোন এক জনের নির্বিচার অনুসরণ করা ওয়াজিব আর আহলে-হাদীসগণের উত্তর এই ছিল যে, তকলীদে শখসী ওয়াজেব নয়, কারণ কোরআন এবং হাদীসে ইহার কোন সবুত নাই। এখন প্রশ্ন উঠিল কোন পক্ষ প্রথম তাহাদের প্রমাণপঞ্জী পেশ করিবেন। এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বেই হানাফী পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইল, যদি প্রতিপক্ষ তকলীদে শখসীকে ওয়াজেব মান্য না করে তবে শরীঅতের ৬ প্রকার হুকমঃ ১। ওয়াজেব, ২। মনদুব, ৩। মুবাহ, ৪। হারাম, ৫। মকরুহে তাহরীমী, এবং ৬। মকরুহে তানযীহী এর মধ্যে তকলীদে শখসী কোন কেসেমের অন্তর্ভুক্ত। আহলে হাদীস পক্ষ হইতে জওয়াব দেওয়া হইল আমরা শরীঅতে তকলীদে শখসীর কোন উল্লেখ এবং সবুত পাইনা, সুতরাং উহা শরীঅতের হুকমের কোন্ শ্রেণীর অন্ত-

www.ahlehadeethbd.org

ভুক্ত এ প্রশ্ন অবান্তর। এই ব্যাপারে দীর্ঘ সওয়াল জওয়াব চলিল। হানাফী পক্ষ হইতে মুল্লা মোহাম্মদ আরীফ পেশাওয়ারী কলকত্তাবী, মৌলবী করীম বখশ (নোয়াখালী) মৌলবী লুৎফর রহমান তালেবপুরী, মৌলবী সা'দ উদ্দীন সালারী এবং আরও অনেকে একের পর এক কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্বেই স্থির হইয়াছিল আহলে-হাদীস পক্ষে বহু যোগ্য আলেম উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মাত্র একজন জওয়াব প্রদান করিবেন। এই জন্য সমস্ত প্রশ্ন এবং আলোচনার জওয়াব নির্বাচিত মুনাযের মওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদীই প্রদান করিলেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর সালীসবৃন্দ সাব্যস্ত করিলেন যে, যেহেতু হানাফী পক্ষের দাবী এই যে, তকলীদে শখসী ওয়াজেব; সুতরাং প্রমাণপঞ্জী প্রথমে তাহাদিগকেই পেশ করিতে হইবে। তাহার পর হানাফী পক্ষ হইতে এই আয়াত পেশ করা হইল ঃ

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون

এই আয়াতের তর্জমা করার পরেই সময় অধিক হওয়ায় সেদিনের মত জলসা বরখাস্ত করা হইল এবং দুই দিনের জন্য উহা মুলতবী রাখা হইল। এই অবসরে হানাফী পক্ষ জৌনপর মাদ্রাসার মুদার্রেস মওঃ হেদায়েতুল্লাহ খান রামপুরী সাহেবকে আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার আগমনের পর নির্দিষ্ট দিবসে বাহাস শুরু হইল। কখনও মওঃ হেদায়েতুল্লাহ, কখনও তাহার শাগরেদ শেরআলী, কখনও অপর কোন মৌলবী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া তকলীদে-শখসী সাবেত করার চেষ্টা করিলেন। তারপর আহলে-হাদীসের নিফট হইতে জওয়াব চাওয়া হইল। মওলানা আবদুল আযীয সাহেব উত্তরে ফরমাইলেন, প্রতিপক্ষের দলীল প্রমাণ যাহা আছে সমস্তই বলিয়া শেষ করা হোক, আমি সমস্তগুলির উত্তর এক সঙ্গে প্রদান করিব। এই কথা লইয়াও দীর্ঘ সময় কথা কাটাকাটি হইল। অবশেষে সালিসবৃন্দ প্রথম আলোচনার জওয়াব দেওয়ার অনুরোধ জানাইলেন এবং বলিলেন অতঃপর হানাফী পক্ষ তাহাদের অবশিষ্ট দলীল একসঙ্গে পেশ করিবেন এবং উহার জওয়াব আপনি একত্রে পেশ করিবেন। সেই মতেই কাজ হইল।

অতঃপর হানাফী পক্ষ হইতে একে একে ৮টি দলীল পেশ করা হইল এবং উহাতে দুই দিন সময় চলিয়া গেল। তারপর সালিশগণ আবার কয়েকদিনের জন্য সভা মুলতবী রাখিলেন। এই সুযোগে হানাফী পক্ষ দিল্লী হইতে মওলানা আবদুল হক সাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়া আনার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার আগমনে উক্ত পক্ষের উৎসাহ উত্তেজনা বর্ধিত হইল। অতঃপর তিনি তাঁহার বক্তব্য আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা পেশ করিলেন। হানাফী পক্ষে বক্তব্য পেশ কালে এমন অনেক কথা বলা হয় যাহার উল্লেখ করাও মওলানা রহিমাবাদী তাহযীবের খেলাফ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি এবং মুন্‌শী ফসীউদ্দীন উভয়েই উহার বর্ণনায় বিরত রহিয়াছেন। মওঃ আবদুল হক তাঁহার আহলে-হাদীস উস্তাদ মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেনের নামে মক্কার শরীফ হুসায়নের নিকট এক তওবার কেচ্ছা শুনান এবং তওবানামার এক আরবী এবারত প্রদর্শন করেন।

আহলে-হাদীস পক্ষে মওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী সাহেব জৌনপরী এবং দিল্লীবাসী মওলানার পেশকৃত সমস্ত দলীল এবং বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জওয়াবে কোরআন, হাদীস, মনতেক ও যুক্তি সিদ্ধপ্রমাণ একে একে পেশ করেন। মওলানা নযীর হুসেন সাহেবের সম্পর্কে বুহতানের বিরুদ্ধে হাতে কলমে প্রমাণ উপস্থিত করিয়া অর্থাৎ মক্কার তদানীন্তন অধিপতি শরীফ হুসায়নের দস্তখত যুক্ত এবং সরকারী মহর সম্বলিত পরওয়ানার ফটো-গ্রাফিক কপি সভাস্থলে পেশ করিয়া সমস্ত মিথ্যা অপবাদ ছিন্ন করিয়া দেন।

আমাদের উল্লিখিত দুই উর্দু রেসালায় এবং আলোচ্য পুঁথিতে উভয় পক্ষের আলোচনার মোটামুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্থানাভাবে উহার কিছুই এখানে পেশ করা সম্ভবপর নয়। শুধু উহার শেষাংশের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

আলোচ্য বিষয়ের প্রস্তাবক হিসাবে হানাফী পক্ষ মওঃ রহীমাবাদী সাহেবের আলোচনার উত্তর দেওয়ার সুযোগ লাভ করিলেন। জৌনপুরী মওলানা এবং মওঃ আবদুল হক উভয়ে একের পর এক দাঁড়াইয়া রহীমাবাদী সাহেবের প্রমাণপঞ্জীর জওয়াব দানের ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আল্লার মর্যী মওঃ আবদুল হক সাহেব তাঁহার দেড় ঘণ্টা ব্যাপী প্রতি-উত্তরের উপসংহারে যাহা বলিলেন, তাহা প্রথমে মওলানা সাঈদ-সাহেব বানারসীর كيفيت مناظره مرشدآباد হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

مولوی عبد الحق صاحب نے قریب ڈیڑھ گھنٹہ کے اٹھکر بطور لکچر کے بیان کیا' کسی دلیل کا جواب نہیں دیا بلکہ محض ہجو اہل حدیث کی بیان کی' اور اخر اس بات کا اقرار کیا کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کو مبالغ احکام سمجھتے ہیں نہ حاکم شریعة' چونکہ انکے مسائل ہمنے قرآن و حدیث کے موافق پائے' اسلئے اوسکی مذہب کو اختیار کیا اور جو انسے خطا ہوئی اسکو ہم لوگ ترک کر دیتے ہین' امام ابو حنیفہ کیا اگر حضرت ابوبکر صدیق (رضی) بھی خلاف آنحضرت صلعم کا کرین یا انسے خلاف ثابت ہو تو بھی ہم اونکے قول کو بھی ترک کر دینگے' ثالثون نے کہا کہ پھر آپ کے قول مین اور اہل حدیث کے قول مین کیا اختلاف ہے' اہل حدیث بھی تو یہی کہتے ہین کہ جو قول امام ابو حنیفہ کا موافق قرآن و حدیث کے ہے اوسکو ہم بھی مانتے ہین اور جو مخالف ہے اوسکو ترک کر دیتے ہین' اسکا کچھ جواب مولوی عبد الحق نے نہ دیا' جلسہ برخاست ہوا ۔

মুন্সী ফসীহউদ্দীন এই বিবরণী যে ভাবে তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে দোভাষী পুঁথিতে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ

মওলানা আবদুল আজিজের কথা পরে।
মৌলবী আবদুল হক সভা বরাবরে ॥
খাড়া হইয়া হক তালার ফজল হইতে।
কহে হক কথা সোন তা লিখি নিচেতে ॥

• • •

আমরা সকলে আপে আবু হানি ফারে।
শরীয়তের হাকেম না জানি তাঁর তরে ॥
আর সব মছায়েল মালুম তেনায়।
এয়ছাতে নাহিক জানি আমরা সবায় ॥
কোরাণে হাদিছে মেলে জে কথা তেনার।
সেই কথা লিই বাকি না রাখি দরকার ॥
বু হানিফা কিবা জদি বুবাকার ছিদ্দিক।
নবির খেলাপ আপে করেন তহকিক ॥
বেসক ছাড়িয়া দিয়া সে কথার তরে।
নবির হাদিছ মোরা থাকি এঁটে ধরে ॥
একথা আবদুল হক কহিলো জখন।
বৈকণ্ঠ বাবুজি আপে কহেন তখন ॥
আপনার কথা ও আহলে হাদীছের।
এক মিলে গেল, কথা নাহি ফের ॥
দিল্লিবাসি কথায় সে বাবু ছাহেবের।
চুপ রৈল না দিলো জওাব কিছু ফের ॥
মজলেছ ভাঙ্গিয়া গেল বোঝহে মমিন।
একে একে বাহাছ হইলো সাত দিন ॥
বাহাছের বাবে জতো হৈয়া ছিলো বাত।
সকলি কলম বন্দি করিনু নেহাত ॥

কিন্তু এই বাহাসের ফল কি হইল? বাহাস সম্পর্কে সালিসবৃন্দ কি ফয়সলা প্রদান করিলেন? মুন্সী ফসীহ্উদ্দীনের ভাষায় তাহার উত্তর শুনুন ঃ

মৌলবী লোকের তরে কহে সালিসান।
আপন আপন সবে ঘরে চলে জান ॥
হপ্তা বিচে মোরা জাহা করিনু এনছাফ।
পরওানা তাহার মোরা লিখে দিব ছাফ ॥
বহুদিন গোজারিল বোঝ ভাই ছারা।

www.ahlehadeethbd.org

এ পর্যন্ত না লিখিলো পরওনা তেনারা ॥
সোনা জায় তেনারা আপসে মিলে জুলে।
এই যুক্তি ধাজ্য কাজ্য কোরেছে সকলে ॥
আমরা বাঙ্গালি লোগ তাঁরা মোছলমান।
তাদের ধর্মের সব না জানি সন্ধান ॥
যে কথায় বাহাছ হইলো তেনাদের।
সবার ছামনে তাহা হইলো জাহের ॥
সকলে দেখিলো হার জিত উভয়ের।
সেই ভালো কি ফল লেখাতে আমাদের ॥
সালিসে কহিলো জাহা লিখিয়া দিলাম।
একিন করিয়া মান জতেক এছলাম ॥

গোরাবাজার মুনাযেরার জের

১৩০৫ হিজরীতে উক্ত বাহাস-মুনাযেরা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার ফলে হানাফী এবং আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মধ্যে মনকষাকষি দূরীভূত হয় না। বরং এক এক প্রশ্ন লইয়া মাঝে মাঝে উভয় পক্ষে উত্তেজনা বর্ধিত হয়। এই ভাবে চলার পর ১২২১ হিজরী সালে শওওয়াল মাসে মৌলবী সা'দুদ্দীন সালারী হানাফী মুর্শীদাবাদের বেলডাঙ্গা-দেবকুণ্ড এলাকা সফরে আসিয়া আহলে-হাদীসগণের ইমামের পিছনে সূরায় ফাতেমা পাঠের প্রশ্ন লইয়া উক্ত এলাকার পানি অনেক খানি ঘোলা করিয়া তোলেন। তিনি বলিতে শুরু করেন যে, ইমামের পশ্চাতের মুক্তাদির সূরায় ফাতেহা পাঠ কস্মিনকালে দুরস্ত নয়—বরং উহা গুণাহ। তিনি একথাও বলেন যে, এই ব্যাপারে প্রতিপক্ষের আলোচনা করার মত তাকৃত নাই। যখন তাঁহার যবানদরাজী সীমা ছাড়াইয়া যাইতে থাকে তখন বেগুণবাড়ীর সর্দার মৌলবী হেফাযতুল্লাহ, দেবকুণ্ডের সর্দার মুন্‌শী এমাদুদ্দীন, মির্যাপুরের সর্দার মুন্‌শী শরফুদ্দীন এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এই ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। নতুবা আপোষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি শেষ পর্যন্ত একটি বৃহৎ ফসাদে রূপান্তরিত হইয়া এক আপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।

পরামর্শ অনুসারে মওলানা হাফেয আবদুল্লাহ সাহেবকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনা হয়। এই সময় মৌলবী সা'দুদ্দীন সাহেবও উক্ত এলাকায় তশরীফ আনেন। তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করা হয় এবং ইমামের পিছনে সূরায় ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে প্রকাশ্য সভায় মুনাযিরা করিয়া উক্ত বিষয়ে ফয়সালা করার আহ্বান জানান হয়। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। আহলেহাদীস পক্ষ দেখিলেন এইভাবে প্রশ্ন এড়াইয়া গেলে সাম্প্রদায়িক ফেৎনা বাড়িতেই থাকিবে। মুখের আলোচনায় যখন তিনি রাযী হইতেছেন না তখন আলোচনা কলমের মাধ্যমেই চলুক। মওলানা আবদুল্লাহ গাযীপুরী সাহেব প্রথমে চিঠি লিখিলেন, তারপর উত্তর ও প্রতিউত্তরের পালা চলিল। চতুর্থ চিঠির জওয়াবে মৌঃ সা'দুদ্দীন সাহেব ৫½ পৃষ্ঠার এক জওয়াব লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহার প্রতিউত্তরে তাঁহার সমস্ত দলীল খণ্ডন করিয়া প্রমাণপঞ্জী সহ মওলানা হাফেয আবদুল্লাহ সাহেব ১৯½ পৃষ্ঠার এক জওয়াব লিখিলেন। প্রথম চিঠি লিখিত হয় ১৩২১ হিজরীর ২রা জিল কা'দায় আর শেষ চিঠি লিখার তারিখ ২৩শে জিল কা'দা। এই চিঠির দীর্ঘদিনেও কোন জওয়াব না পাওয়ায় ৭ই যিলহজ্জে একটি তাকীদ পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু তাহারও কোন জওয়াব পাওয়া যায় না। অবশেষে শিক্ষিত লোকদের অবগতির জন্য সমুদয় চিঠি একত্র করিয়া القول السداد فى مكاتبة مرشداباد 'আল কাউলুস সাদাদ ফী মাকাতিবাতে মুর্শীদআবাদ' নামে গ্রন্থাকারে ১৩২২ হিজরীতে মুদ্রিত করা হয়। চিঠিগুলি সমস্তই আরবীতে, পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। ইহার উর্দু এবং বাংলা তর্জুমা প্রকাশের কথা উক্ত পুস্তকেই ঘোষণা করা হয়। প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানিতে পারি নাই। মৌলবী সাদুদ্দীন এবং মৌলবী লুৎফর রহমান কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার কতিপয় মুদাররেসের সহিত দীর্ঘ আলোচনান্তে দুই বৎসর পর নোয়াখালীর মৌলবী আবদুল্লার নামে এই পুস্তকের একটি প্রতিবাদ পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তিকার নাম السداد السميع

www.ahlehadeethbd.org

ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় নীতি

—অধ্যাপক আবদুল গণী এম, এ

ইন্দোনেশিয়া এশিয়ার একটি বৃহৎ রাষ্ট্র। ইহার প্রায় আট কোটি আধিবাসীর মধ্যে শতকরা আশি জনই মুসলমান। এই দেশের সমাজ জীবনে এই কারণেই ইসলামের প্রভাবই অধিক। ইহার মুসলিম নাগরিকরা স্বভাবতই ইসলামকে মনে প্রাণে ভাল বাসে, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্র বিধানে শরীয়তের যে প্রাধান্য এবং আল্লার সার্বভৌমত্ব যেভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় তা করা হয়নি। সেখানে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিধান রচিত হয়েছে এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছে। নীতির দিকদিয়ে আমাদের রাষ্ট্রের সাথে ইন্দোনেশিয়ার এই পার্থক্য রয়েছে।

তবে এই নীতির ফলে সে দেশের মুসলমান পাকিস্তানী মুসলমানদের চাইতে ধর্ম থেকে অধিক দূরে সরে পড়েছে—এমন মনে করার কারণ নেই। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকেই ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় অবস্থা এবং সরকারের ধর্মীয় নীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে—এই উদ্দেশ্যেই তর্জুমানের প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের সামনে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করবার পূর্বে মাননীয় ডাঃ মোহাম্মদ কাফরাভীর প্রতি শুকরিয়া আদায় না করলে বিশেষ অন্যায় করা হবে। তিনি ছিলেন ইন্দোনেশীয় সরকারের ধর্মীয় বিভাগের সেক্রেটারী জেনারেল। ১৯৫৩ সনে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইসলামী আলোচনা সভায় একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় নীতি। আমাদের এই প্রবন্ধ ডাঃ মোহাম্মদ কাফরাভীর বিষয়বস্তু অবলম্বনেই লেখা; তাই সূচনাতেই আমরা মাননীয় ডাক্তার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আলোচনা শুরু করছি।

ডাঃ কাফরাভী সাহেব তাঁর শুরুতেই বলেছেন যে, প্রত্যেক দেশের জাতীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে—বিশেষ করে আধুনিক বিশ্বের বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের প্রয়োজন যে কতখানি তা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। জর্জ ওয়াশিংটন তার বিদায়ী অভিভাষণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার উপর যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, তিনি তাঁর উধৃতি পেশ করে—মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার গুরুত্ব

على عنق صاحب القول السداد "আস-সাবয়ুশ্ শিদাদ আলা উনুকে সাহেবিল কাউলিস সাদাদ"। সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত পুস্তিকার জওয়াবে মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ মুর্শীদাবাদী একটি পুস্তিকা লিখেন। যথারীতি উহা মুদ্রিত হয়। উক্ত পুস্তিকার নাম حفظ العباد من مكاره السبع الشداد "হিফযুল ইবাদ মিন মাকারেহিস সাবইশ শিদাদ"। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। দীর্ঘদিন নীরবতার পর উহার জওয়াবী কিতাব এক চট্টগ্রামী আলেমের নামে প্রকাশিত হয় উক্ত কেতাবের নাম خير العباد لحفظ شرور حفظ العباد "খাইরুল ইবাদ লি হিফযে শুরুরে হিফযিল ইবাদ"। ইহার প্রতি উত্তরে মুর্শীদাবাদের মওলানা মুঈনুল হক حسن الرشاد لهدم عماد الفساد "হুসনুর্ রাশাদ লি হাদ্‌মে ইমাদিল ফাসাদ" নাম দিয়া ২৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লিখেন। ১৩২৫ হিজরীর ১১ই যিল'কাদ উক্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ এখানেই উক্ত বিষয়ে বাদানুবাদের ইতি হয়।

আহলেহাদীসগণ কর্তৃক প্রকাশিত আলোচিত সমস্ত পুস্তিকা মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আলকুরায়শী সাহেবের পরিত্যক্ত লাইব্রেরীতে মওজুদ রহিয়াছে। উপরোক্ত তথ্যাদি উক্ত পুস্তিকা সমূহের ভূমিকা হইতে সঙ্কলিত।

www.ahlehadeethbd.org

এবং মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তায় এই দুই শক্তিশালী অবলম্বনের অপরিহার্যতার প্রমাণ পেশ করেন।

জর্জ ওয়াশিংটন তার উক্ত মূল্যবান বক্তৃতার উপসংহারে বলেছিলেন, স্বতন্ত্র মানসিক অবস্থার উপর উন্নত ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে যত কিছুই বলা হউকনা কেন মানুষের বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়ে আসছে যে ধর্ম বর্জন করে কোন জাতিরই নৈতিক চরিত্র বজায় থাকতে পারে না।।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব অত্যধিক—এই মতবাদটী প্রকৃতপ্রস্তাবে মুসলিম রাষ্ট্রের বেলাতেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য; কারণ একজন মুসলমানের জন্মের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সমগ্র জীবন ধারা ধর্মীয় বিধান দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক এবং উপাসনা আরাধনাই এই ধর্মের একমাত্র মূলকথা নয়; মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এমন কি অন্য সমস্ত জীবের প্রতি তার কি দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে এটাও তার ধর্ম সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছে। তার ব্যবসা বাণিজ্য, আইন-কানুন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি অন্যান্য সমস্ত কিছুই তার ধর্মীয় বিধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আর এই কারণেই মুসলিম সমাজজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক। ডাঃ কাফরাভী সাহেব বলেন যে, এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করেই ইন্দোনেশীয় সরকার ইহার জনসাধারণের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই ইন্দোনেশিয়া সরকার তার রাষ্ট্রীয় বিধানে পাঁচটি মৌলিক আদর্শ গ্রহণ করে। এই পাঁচ আদর্শই "পঞ্চশিলা" নামে অভিহিত। এই আদর্শগুলি হচ্ছে ঃ

১। স্রষ্টার সর্বশক্তিমানত্বের স্বীকৃতি (Divine omnipotence) ২। মানবতাবাদ (Humanity) ৩। জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ৪। গণতন্ত্র (Democracy) এবং ৫। সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা (Social Justice)

'পঞ্চশীলা' (Panja Sila) ইন্দোনেশিয়ার আদর্শগত সমস্যা সমাধানে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় বিধান এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের মধ্যে সমন্বয় এসেছে এই পঞ্চশিলার মাধ্যমে। জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি সাধনে 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা' পঞ্চশিলার প্রধানতম নীতি।

ইন্দোনেশিয়া সরকারের প্রেসিডেন্ট ডাঃ শোয়াকার্ণো "পঞ্চশিলার" নীতি গ্রহণ করার সময়ে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন যে, পঞ্চশিলার নীতি পরস্পর বিরোধী আদর্শবাদের সমন্বয় নহে; বরং ইহা একটি সর্বসম্মত নীতি ঃ— ইহার মূল কথা—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে", আমাদের রাষ্ট্রনীতির মূলকথা হচ্ছে "All for All".

পঞ্চশিলার প্রথম নীতিই আমাদের প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় বস্তু। এটাতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো।

এ সম্পর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে ডাঃ শোয়াকার্ণো বলেছেন, "ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত জনসাধারণ শুধু মুসলমানের আল্লাতেই বিশ্বাস করবে তা নয়,প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নিজস্ব ধর্মীয় অনুশাসন পালন করবে। খৃষ্টানগণ তাদের ধর্মগুরু হজরত ঈছার নির্দেশিত পথে ঈশ্বরের উপাসনা করবে; মুসলমানেরা চলবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নির্দেশিত পথে আর বৌদ্ধরা চলবে তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুশাসন মতে। দেশের সমগ্র জনসাধারণ ঈশ্বরের উপাসনা করবে, আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার ছাপ ফুটে উঠবে সুন্দরভাবে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্র হবে মহান আল্লার মহাশক্তির উপর চরম বিশ্বাসী"। এর পরেই রাষ্ট্রীয় বিধানের ১৮ ধারায় একটি মৌলিক নীতি সন্নিবেশিত হয়। ইহাতে শ্রেণী-মত-আদর্শ নির্বিশেষে সকলের নিজস্বধর্ম, চিন্তা এবং বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। শাসনতন্ত্রে ৪৩ ধারায় অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হয়, ১। সর্বশক্তিমান আল্লার উপর বিশ্বাসই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বুনিয়াদ, ২। প্রত্যেকটি

www.ahlehadeethbd.org

নাগরিকের পূর্ণ ধর্মীয় অধিকার থাকবে; ৩। দেশের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত।

শাসনতন্ত্রের ৪১ ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার প্রত্যেক নর-নারীর আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করবে এবং শিক্ষা দান করবে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটি নীতি হবে পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ন ধর্মীয় শিক্ষা দান।

ইন্দোনেশিয়ায় যাতে করে প্রত্যেকেই সুন্দর ভাবে ও নিরাপদে নিজ নিজ ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারে তার দায়িত্ব নিয়েছেন সরকার। সরকারের এই দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করার উদ্দেশ্যেই সেখানে মন্ত্রী পর্যায়ে একটি ধর্মীয় বিভাগ (Ministry of Religious Affairs) স্থাপন করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার এই বিভাগটি আসলে নূতন নয়; ওলন্দাজ ও জাপানীদের অধীনেও এই দেশে ধর্মীয় বিভাগ ছিল কিন্তু এই সরকারী বিভাগ চালু রাখার পশ্চাতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় সরকারের উদ্দেশ্যে ছিল ধর্মীয় বিভাগের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখা, ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় যাতে তাদের মধ্যে জাগরণ না আসে, ধর্মীয় কারণে নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে রাজনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, এসবই ছিল তার লক্ষ্য। অন্যদিকে নিরীহ সাধারণ মুসলমানদেরকে উক্ত বিভাগের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় উন্নতি সাধন করা হবে বলে প্রতারিত করা যাবে।

ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট এই বিভাগের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতারিত করেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা নিজেদের ধর্ম—প্রটেসট্যানিজম ও ক্যাথলিসিজমের প্রচার ও উন্নতি বিধানের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করেছিল। খৃষ্টান ধর্মের জন্য প্রতি বৎসর দেওয়া হতো ৩৮০৮০ শিলিং আর ইসলাম ধর্মের জন্য দেওয়া হতো মাত্র ১০০ শিলিং। এটা দেওয়া হতো শুধুমাত্র সাহায্যের নাম করার জন্য। এর চাইতেও গুরুতর বিষয় এই ছিল যে, আইন করে ইসলাম ধর্মের ক্ষতি করার জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিক্ষক মহোদয়গণ যাহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা দিতে না পারেন এবং ধর্মের প্রচার করতে না পারেন তার জন্য আইন করা হয়েছিল "Teacher Ordinance (State Paper No 217, 1925)। ইসলামী শরিয়তী আইন প্রয়োগে বাধা দিতে গিয়ে আইন করা হয়েছিল, "Heritage Ordinance (State paper No 110—116, 1937)। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদেরকে এমনিভাবে সাহায্য করার পশ্চাতে ধর্মীয় প্রেরণা ততটা ছিল না যতটা ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থের গরজ। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসননীতি চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত অনুসরণ করা হতো। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের এহেন শোষণমূলক নীতি শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণকে প্রতারিত করতে পারেনি। খৃষ্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মবলম্বী সকল নাগরিকই স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করেছে।

স্বাধীনতা লাভ করবার পর ইন্দোনেশীয় সরকার দেশের সর্ব ক্ষেত্রেই নূতন নীতি অবলম্বন করে—যাতে করে সর্বদিক দিকেই দেশে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় বিভাগেও নূতন নীতি গ্রহণ করা হয়। সরকার প্রথমতঃ দেশের সকল ধর্মকেই জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকার করে নেন এবং তাদের উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকার সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু সকল ধর্মাবলম্বীদের উপর ন্যায় বিচার ও উদার নীতির সংকল্প ঘোষণা করেন। এই নীতির উদ্দেশ্য এই নয় যে, সরকার দেশের ধর্মীয় জীবনকে তাদের করায়ত্বে নিয়ে আসলেন অথবা এক্ষেত্রে নেপোলিয়নের ন্যায় রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। সরকার ধর্মীয় জীবনে উন্নতি সাধন ক'রে জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের

www.ahlehadeethbd.org

দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মাত্র। আর ধর্মীয় জীবনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না বলে যে ঘোষণা করা হলো কার্যক্ষেত্রে তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা হয়। এই ধর্মীয় বিভাগ যে দায়িত্ব নিয়েছে তা প্রধানতঃ নিম্নরূপ ঃ

সংখ্যা লঘুদের জন্য সরকারী দায়িত্ব ঃ

সরকারী ব্যয়ে মসজিদের পাশাপাশি খৃষ্টানদের গির্জাও তৈয়ার করে দেওয়া হয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, এই সরকারের উদার নীতির ফলে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ প্রীতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

ধর্মীয় শিক্ষা ঃ

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় শত শত মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ; আর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং এগুলিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। পাকিস্তানের মাদ্রাসা শিক্ষার ন্যায় এসব প্রতিষ্ঠানেও পুরাতন নেসাবের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা এইসব প্রতিষ্ঠানে মোটেই ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রয়োজনের তাকিদে জনসাধারণ ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে। ফলে সরকার ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ক'রে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ক্রমান্বয়ে তার দায়িত্ব পালন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করছেন। সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রায় একলক্ষ উপযুক্ত শিক্ষক সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারের ব্যাপারে সরকারের একটি বড় অবদান হচ্ছে জুমার খোৎবার আধুনিকীকরণ। (Modernization of Friday serman)। মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক, চারিত্রিক শারীরিক, আর্থিক, সামাজিক এবং অন্যান্য নানাধিধ উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার মসজিদ সমূহে ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষামূলক মুদ্রিত খোতবার বই বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের ন্যায় সে দেশের কয়েক কোটি মুসলমানদের সামনে প্রতি শুক্রবারে যে মান্ধাতার আমলের খোৎবা পাঠ করা হতো তাতে কোন উপকার হতোনা। এই ধর্মীয় বিভাগের তৎপরতায় আধুনিক যুগের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে নূতনভাবে খোতবা রচনা করা হয় এবং দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কাজের দ্বারা সারা দেশ, বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ গ্রামাঞ্চল নূতন জীবনের সন্ধান লাভ করে। গ্রাম নিয়েই দেশ অথচ গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় দেশীয় ভাষায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে মুসলিম সমাজের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে রচিত খোতবার অবদান যে কত তা সহজেই অনুমেয়।

এই ধর্মীয় বিভাগ বিবাহ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে বিবাহ বিচ্ছেদের কার্য সম্পাদন করে থাকে। এই প্রসঙ্গে মুসলিম জনসাধারণের সহযোগিতা এবং ইসলাম বিরোধী সামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য সংগ্রামী মনোবৃত্তির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৩৭ সনে ওলন্দাজ সরকার কোর্টে বিবাহ রেজিষ্টীকরণের চেষ্টা করলে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করে। ফলে সরকার সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই ধর্মীয় বিভাগ অন্যান্য সরকারী বিভাগের (যথা শিক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ বা অর্থনৈতিক বিভাগ) কার্যাদিতে কি হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করেছে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক বিভাগের নির্ধারিত কার্যসূচী আছে এবং প্রত্যেকেই স্বীয় নির্ধারিত সীমার মধ্যেই কার্য সম্পন্ন করে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দোনেশীয় সরকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি এবং রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণের ইউরোপীয় নীতির মধ্যে একটি সমন্বয় এনেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি এবং ধর্মভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রীয় বিধান এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে আসাই ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় নীতির মূল কথা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইন্দোনেশিয় সরকার সকল ধর্মের ব্যাপারে উদার ও ন্যায় নীতি অনুসরণ করে। এই কারণেই এই দেশে মিশনারী প্রচার তৎপরতা চলছে সরকারের নিরাপত্তাধীনে। তবে নূতন কোন বৈদেশিক মিশনারী প্রচার কার্য চালানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছেনা, পূর্ব থেকেই যারা চুক্তিবদ্ধ শুধু তারাই এদেশে ধর্মপ্রচার চালাচ্ছে; সরকারের বিশ্বাস যে, তার দেশের ধর্মীয় প্রচার ও উন্নতির ব্যাপারে তার দেশের জনসাধারণই যথেষ্ট।

www.ahlehadeethbd.org

মরহুম মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

পূর্ব পাকিস্তানের যে কয়জন হাদীস শাস্ত্র বিশারদ আলেম একালে আহলে হাদীস জামাতের গৌরব রূপে বিবেচিত হইতেন তন্মধ্যে মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী ছিলেন অন্যতম।

১৯০২ কিম্বা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা জিলার বড় কয়ার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মুন্‌শী আবদুল খালেক ভুঁইয়া। মুন্‌শী সাহেব তাঁহার ধর্মপরায়ণতা এবং আতিথেয়তার জন্য দেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আলেম ফাযেলের খেদমতে তাঁহার জুড়ি কেহই ছিল না। তাঁহার জামাতী জোশ ছিল অত্যন্ত প্রবল। শের্ক ও বিদ্‌আতের উৎপাটনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তওহীদ ও সুন্নতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁহার আগ্রহ ছিল বিপুল।

মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী শৈশবে মুন্‌শী মদত আলী এবং মওলবী ওয়াহেদ বখ্‌শ সাহেবানের নিকট আরবী ও উর্দুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর গ্রাম্য পাঠশালা হইতে কৃতিত্বের সহিত উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৫ কিম্বা ১৯১৬ সালে ঢাকার হাম্মাদীয়া মাদ্রাসায় জামাতে হাশ্‌তমে ভর্তি হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের সময় অন্যান্য ছাত্রের সহিত তিনিও মাদ্রাসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী গমন করেন এবং বিখ্যাত ধর্মীয় শিক্ষাগার—দারুল-হাদীস রহমানীয়ার জামা'তে দুয়মে ভর্তি হন।

মরহুম মওলানা সাহেব অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনার প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল অত্যন্ত প্রবল। সব সময় অধ্যয়ন এবং অধিত বিষয়ের আলোচনায় নিমগ্ন থাকিবেন। রহমানীয়া মাদ্রাসায় তখন আসাম হইতে পেশাওয়ার পর্যন্ত তদানীন্তন ভারতের সব প্রদেশের ছাত্রই কম বেশী অধ্যয়ন করিত। তিনি প্রতি বৎসর এই সমস্ত ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। পরীক্ষায় তাঁহার কৃতিত্বের জন্য তিনি কয়েকবার মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুরস্কৃত হন। একবার সম্ভবতঃ মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্রের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পাওয়ায় তিনি একটি ঘড়ি পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

দারুল হাদীস রহমানীয়ায় এই সময় নিম্নলিখিত উস্তাদ অধ্যাপনা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন:

১। মওলানা আবদুল্লাহ লক্ষ্ণৌবী-কলকত্তাবী,
২। ,, গোলাম ইহাহ্‌ইয়া হাজারাবী হানাফী)
৩। ,, আবদুল গফুর আজমগড়ী
৪। ,, আবু তাহের বিহারী
৫। ,, আবদুস সালাম মুবারকপুরী (সিরাতুল-বুখারী প্রণেতা)
৬। ,, আবদুর রহমান নগর নহ্‌সবী
৭। ,, ইসহাক আ'রাবী
৮। ,, আবদুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিস (অল ইণ্ডিয়া আহলে হাদীস কন্‌ফারেন্সের সভাপতি-পরিচালক)
৯। ,, শাইখ আহমদুল্লাহ (সুবিখ্যাত শাইখুল হাদীস)

ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন এলম এবং তাক্‌ওয়ার পূর্ণ প্রতীক। ইঁহাদের নিকট কোরআন, হাদীস এবং ফয়েয লাভে মওলানা মরহুম ধন্য হন। তাঁহাদের মহান চরিত্র ও আখলাক তাঁহার জীবনে অলক্ষ্যে পূত প্রভাব বিস্তার করে।

১৯২৯-৩০ সালে মওলানা কবীরুদ্দীন দারুল হাদীস রহমানীয়া হইতে ফারেগ হন। মাঝে ১ বৎসর তিনি তাঁহার সহাধ্যায়ী বাঙ্গালী ছাত্রদের সহিত মীরাটের এক মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

রহমানীয়া মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় অত্যন্ত সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উক্ত মাদ্রাসার অন্যতম শিক্ষক পদে নিয়োজিত করেন। কিন্তু বৎসরকাল অধ্যাপনার পর তিনি দেশের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালে দিল্লী ত্যাগ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ঢাকা জিলার বধিষ্ণু গ্রাম বেরাইদে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনিই উহার প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৯৩৪ সালে মুড়াপাড়া হাই স্কুলের আরবী শিক্ষক মরহুম মওলবী কাযী এলাহী বখশ সাহেবের কন্যা মুসাম্মৎ ফয়েযুন্নিসার সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৯৩৬ সালে মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী ঢাকার আহলে হাদীস জামে মসজিদের (বংশাল) ইমাম ও খতীবরূপে যোগদান করেন। বংশাল মসজিদের ইমামরূপে যোগদানের পূর্বে এবং ঢাকা ও কুলিল্লা জিলার বহু তবলিগী জলসা, বাহাস মুনাযিরায় এবং ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে তিনি অল ইণ্ডিয়া আহলে-হাদীস কনফারেন্সে যোগদানের নিমিত্ত দিল্লী গমন করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে মওলানা মরহুম ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অস্থায়ী মুদারিস নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে উক্ত পদে স্থায়ী ভাবে বহাল হন। ইহার কিছুদিন পর হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা শহরের অন্যতম ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার ও কাযী পদে অতিরিক্ত ভাবে কাজ করেন।

১৯৫৬ সালে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস পাবনা হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর হইতে তিনি জমঈয়তের সহিত সংযোগ রক্ষা ও সহযোগিতা করিয়া আসিতেছিলেন।

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিন দিবসব্যাপী আহলেহাদীস কাউন্সিল সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা জ্ঞানের গভীরতায়, ইসলামী দরদের আন্তরিকতার এবং জামাতী জোশের অকৃত্রিমতায় ভরপুর।

১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর ইন্তিকালের পর হইতে জমঈয়তের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বিশেষ সচেতনতা এবং কর্মতৎপরতার পরিচয় দেন।

১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশনে পুনঃ তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব কৃতিত্বের সহিত পালন করেন।

উক্ত সনের ৮ই নভেম্বর জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সাহেবের বিলাত গমনের পর তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতিরূপে বৎসরাধিক-কাল সাফল্যের সহিত জমঈয়ত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন।

১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ৩ জন বিশিষ্ট আলেম পূর্ব পাকিস্তানে তশরীফ আনয়ন করেন। তিনি তাঁহাদের যথারীতি অভ্যর্থনা এবং ঢাকা জিলা ও মফঃস্বলে ব্যাপক সফরের এন্তেজাম করেন। ঢাকায় আয়োজিত সভা সমূহের দুইটিতে, ঢাকা জিলার বেলদী এবং পাবনার সভায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উক্ত সনের ১৫ই এপ্রিল রাজশাহী জিলার রাণী নগরে অনুষ্ঠিত উত্তর বঙ্গ আহলেহাদীস কনফারেন্সে তিনি সভাপতিরূপে একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। পরবর্তী পহেলা নভেম্বরে তিনি জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী সহ পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের প্রতিনিধিরূপে লাহোরে তিন দিবস ব্যাপী অনুষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তান আহলেহাদীস কনফারেন্সে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি "বিশ্বধর্ম রূপে ইসলাম" বিষয়ে একটি তথ্য সমৃদ্ধ মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে কনফারেন্স অধিবেশনের পর তাঁহারা লায়ালপুর, গুজরানওয়ালা, রাওয়ালপিণ্ডি, বালাকোট এবং করাচী পরিদর্শন করিয়া জামাতের

www.ahlehadeethbd.org

বিশিষ্ট আলেম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং স্থানীয় জামাতী প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন।

মওলানা মরহুম জমঈয়ত এবং মাদ্রাসাতুল হাদীসের প্রতিটি সভায় এবং ঢাকায় আয়োজিত অন্যান্য জলসায় যোগদান এবং আলোচনা ও পরামর্শে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি মাদ্রাসাতুল হাদীসের সর্বাঙ্গীন উন্নতির আকুল বাসনা পোষণ করিতেন। তিনি জমঈয়ত কর্মী এবং মাদ্রাসার মুদাররিসগণকে সর্বদা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া উপকৃত করিতেন। এই বৎসর তিনি মাদ্রাসাতুল হাদীসের মুমতাহিনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং যোগ্যতার সহিত উহা পালন করেন। খত্‌মে বুখারী অনুষ্ঠানে বুখারীর শেষ দর্স দানের দায়িত্ব তাঁহারই উপর ন্যাস্ত হয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থিত সুধাবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী বহু ধর্মীয় ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বেলদী ইয়াতিম খানার পৃষ্ঠপোষক এবং বেলদী মাদ্রাসার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি কুরের পার মসজিদের প্রতিষ্ঠাকারী ও মুতাওয়াল্লী ছিলেন। বেরাইদ জামে মসজিদ এবং বড় কয়ার জামে মসজিদের পাকা ইমারত প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অবদান ও প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়।

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর জমঈয়তের দফতরে একটি পরামর্শ বৈঠকে যোগদান করিতে আসিয়াই হাই ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হইয়া তিনি অস্বোয়াস্তি অনুভব করিতে থাকেন। অতঃপর শয্যা গ্রহণে বাধ্য হন। সারারাত্রি বেহুশ অবস্থায় কাটানর পর পরদিবস বেলা সাড়ে দশ ঘটিকায় এম্বুলেন্সযোগে তাঁহাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি অমর ধামে প্রস্থান করেন।

আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। কোনদিন যথাযথভাবে প্রস্তুত না হইয়া তিনি ক্লাসে যোগদান করিতেন না। তাঁহার অধ্যাপনায় ছাত্ররা খুবই সন্তোষ লাভ করিত। তিনি তাঁহার মিষ্ট ভাষা এবং অমায়িক ব্যবহার দ্বারা ছাত্র-শিক্ষক সকলকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে মরহুম মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানীর বিশেষত্ব এলমে দ্বীনে জ্ঞান গভীরতা এবং ইসলামের প্রতি দরদের আন্তরিকতাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। যে সব গুণের সমাবেশে একজন মানুষ তাহার চতুষ্পার্শের মানুষের স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়, যে আচরণ ও ব্যবহারের দ্বারা সমাজের দশ জনের অন্তর জয় করা সম্ভব হয়, চরিত্রের যে ঔজ্জ্বল্যের সম্মুখে অপরের মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসে যে দ্বীনদারী ও পরহেযগারী মানুষের হৃদকে অলক্ষ্যে রেখাপাত করে তিনি তাহার অধিকারী ছিলেন। হৃদয়ের যে সরলতা ও অকপটতা, যে মানব দরদ ও খেদমত, মানুষের বিপদে ও শোকে যে সহানুভূতি ও সমবেদনা পরকেও আপন করিয়া তুলে—মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী মনুষ্যত্বের সেই সুউচ্চ মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মওলানা মরহুমের ব্যক্তিত্ব ছিল। সে ব্যক্তিত্বে সৌর করের প্রাখর্য ছিল না, তাহা কাহাকেও চমকিত করিতনা, দগ্ধীভূতও করিত না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের ভিত্তি ছিল তাঁহার অতলস্পর্শী দ্বীনী জ্ঞান-গরিমা, উহার স্তম্ভ ছিল তাঁহার অতুলনীয় গুণাবলী। তাঁহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে ছিল চন্দ্রিমার বিভা—যে বিভায় ছিল মাধুর্য ও স্নিগ্ধতা—যাহা মানুষকে পুলকিত করিত—মুগ্ধ করিত। সে বিভায় যাদু ছিল, তাই তাঁহার অঙ্গুলী ইশারায় উত্তেজিত মানুষও নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়া যাইত, শির নোওয়াইয়া ফেলিত।

দুনিয়ার মানুষ হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু সত্যিকারের মানুষের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া আলেমে-দ্বীনের অভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

উঠিতেছে। 'আলেমের মৃত্যু আলমেরই মৃত্যু' একথা মওলানা কবীরুদ্দীনের মৃত্যুতে উহার সত্য-স্বরূপে আমাদের নিকট নূতন করিয়া প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের জামাআতে আহলে হাদীস এবং উহার একমাত্র মুখপাত্র জমঈয়তে আহলে-হাদীস সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে তাহার শ্রেষ্ঠতম নেতাকে হারাইয়া নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, আজ উহার স্থানীয় সুযোগ্য ভাইস-প্রেসিডেণ্টের ইন্‌তিকালে উহা দরিদ্রতর হইয়া পড়িল। এ দারিদ্রের অভাব সহজে পূরণ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না! আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী সাহেব একজন বিধবা এবং দশজন পুত্র-কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। দুইটি কন্যা বিদুষী এবং বিবাহিতা। অবশিষ্টদের মধ্যে কেহ উচ্চ ও মধ্য স্তরে শিক্ষারত রহিয়াছে—কয়েকজন একেবারেই নাবালেগ ও শিশু। আল্লাহ ইহাদের সহায় হোন! পরিশেষে আল্লার দরগাহে আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের আকুল নিবেদন: রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'আলা মওলানা মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদৌসের সমুন্নত আসনে স্থান দান করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করুন! আমীন, ছুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুসাফির হুঁশিয়ার

—সুজাউল্ কোরবান (করাচী)

(১)

এস্রাফীলের শিঙ্গা বাজ্‌ল বুঝি ওই--
লও মুসাফির তব গাঁঠুরি কই?
সওদা কর ত্বরা নাইকো বেলা,
সাঙ্গ' হলো যে ভবের মেলা,
পুণ্যের সওদা করি ক্রয়—
গাঁঠুরি ভরো নেই সময়!

(২)

(যদি) রিক্ত হস্তে ফিরবে বাড়ী
অনশনে জীবন দিবে প্রাড়ি,
বিষ বৃক্ষ বীজ বপিলে হেথা,
বিষফল হায় পাইবে সেথা!
গাঁঠুরি কাঁধে মুসাফির চলো আজ
নিনাদিছে শিঙ্গা জীবন-সাঁঝ।

www.ahlehadeethbd.org

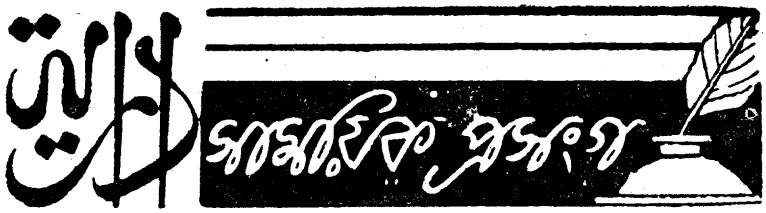

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

বাংলা সাহিত্যে ইস্‌লাম

ইস্‌লাম মুসলিম জীবনের প্রধান অবলম্বন। ইসলাম মুসলমানের শুধু পারত্রিক কল্যাণের উপায় নয়, উহা তাহার উন্নত চরিত্র গঠনের সহায়, তাহযীব তমদ্দুনের বাহন, মানুষে মানুষে পারস্পরিক মিল মহব্বতের শিক্ষাদাতা এবং বৈধ উপায়ে পার্থিব উন্নতি সমৃদ্ধি লাভের পথ নির্দেশক। সাহিত্যের প্রধান কাজ কল্যাণের পথ প্রদর্শন। মানবজীবনে আনন্দ ও রসের সন্ধান দান এবং মানসিক ও আত্মিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন উহার অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং মুসলমানের জাতীয় সাহিত্যের সহিত ইসলামের সম্পর্ক নিগূঢ়। মুসলমানের জাতীয় সাহিত্য ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলে এবং উহা হইতে প্রেরণা গ্রহণ ও পথ নির্দেশ প্রাপ্ত হইলে তাহা সমাজ ও জাতির জন্য পরম কল্যাণবহ হইয়া উঠে। ইসলাম-শূন্য সাহিত্য মুসলমানদের জন্য শুধু মূল্যহীনই নয়, উহা তাহাদের জন্য রীতিমত ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্যের প্রতি একবার চোখ মেলিয়া তাকান যাক। উর্দু ও বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তন্মধ্যে বাংলা পাকিস্তানের বৃহত্তর লোক সমষ্টির মাতৃভাষা, শয়নের স্বপনের ভাষা, ভাবের আদান প্রদানের ভাষা, মনের আকুলী বিকুলী ও চিন্তারাশি প্রকাশের ভাষা। সুতরাং পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ভাষায় গুরুত্ব কত বেশী তাহা সহজেই অনুমেয়।

উর্দু ভাষায় কুরআন মজীদের অসংখ্য অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সিহাহ সিত্তা এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটির একাধিক এবং কোন কোনটির বহু তর্জুমা ও শরাহ রচিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সঃ, সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য মণীষী ও ওলী আওলিয়াদের জীবনী, ইসলামের ইতিহাস, আকায়েদ, দর্শন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, তাহযীব তমদ্দুন, ঐতিহ্য সংস্কৃতি, আদব আখলাকের উন্নয়ন, মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞানে অপরিসীম অবদান প্রভৃতি কত বিষয়ে কত যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। ইহার সহিত তুলনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের প্রতিফলনের দৈন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তফসীর, হাদীস-শাস্ত্র এবং উপরোক্ত অন্যান্য সব বিষয়েই বাংলা উর্দু অপেক্ষা বহু পশ্চাদপদ।

এখন প্রশ্ন এই যে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনায় এই মন্থর গতির কারণ কি? ইহার বহু কারণের মধ্যে মাত্র দুই একটি উল্লেখ করিতেছি। আজ পর্যন্ত যাহারা বাংলা সাহিত্য সেবায় ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ সাহিত্যিকের ইসলামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলনা এবং এখনও নাই। অনেকেই আবার রুচি-বিকৃতির জন্য ইসলামের প্রতি মোটেই সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন—পাশ্চাত্য অথবা হিন্দুয়ানী সভ্যতার মোহে তাঁহারা বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় ইসলামকে বাংলা ভাষায় ও বাংলা সাহিত্যে উহার যথার্থ স্বরূপে পরিবেশন করিতে পারিতেন একমাত্র তাঁহারাই—যাহারা ইসলামকে প্রত্যক্ষভাবে জানার এবং উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাগারগুলির ত্রুটীপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদিগকে ইসলামের বিপ্লবী

www.ahlehadeethbd.org

আত্মিক শক্তির সহিত পরিচয় সাধন ও পূর্ণ উপলব্ধির সুযোগ প্রদান করে না। দ্বিতীয়তঃ, যতটুকুই বা প্রদান করে তাহাও আবার মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে নয়। ফলে তাঁহাদের উপলব্ধ বিষয়ের স্বীয় মাতৃভাষায় সাহিত্যিকরূপ জ্ঞান তো দূরের কথা বিশুদ্ধ ভাবে ভাষায় প্রকাশ করিতেই তাঁহারা অক্ষম। আলেম সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে কয়জন লোক বাংলা ভাষা আয়ত্ব করিয়া ইসলামী সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত সাধনা ও গবেষণার প্রত্যক্ষ ফল।

নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীতে দুরদর্শী পরিকল্পনা সহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই এই দুরবস্থার উন্নয়ন আশা করা যাইতে পারে। আর্থিক অনটনেও অনেকের পক্ষে সাহিত্য সাধনায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না। আর যদিই বা কেহ কষ্টে স্বষ্টে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হন, অর্থাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। সরকারের তরফ হইতে এদিকে উৎসাহ সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য চেষ্টা আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। করাচীর Al-Islam পত্রিকায় প্রকাশ,পঃ পাক সরকারের ওয়াক্‌ফ বিভাগ ইসলামের উপর সুলিখিত পুস্তকের জন্য দুইটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া উক্ত বিভাগ করাচীতে ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য একটি সংস্থা (Burean of Islamic Publication Branch) খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে সব লেখক ইসলাম সম্বন্ধে তাঁহাদের সুলিখিত পুস্তক প্রকাশ করিতে অক্ষম এই সংস্থা তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য দ্বারা উপকৃত এবং উৎসাহিত করিবে। তথাকার ওয়াক্‌ফ বিভাগের এই পদক্ষেপ অভিনন্দনযোগ্য।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের দৈন্য দূরীকরণের জন্য পূর্বপাকিস্তান সরকার এবং বিশেষ করিয়া ওয়াক্‌ফ বিভাগ এই ধরণের উৎসাহজনক ব্যবস্থাব অবলম্বনে কেন অগ্রসর হন না?

পরলোকে মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীসের সহ-সভাপতি, ঢাকা গবর্ণমেণ্ট আলীয়া মাদ্রাসার মুদাররিস এবং বংশাল জামে মসজিদের খতীব সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী আর ইহজগতে নাই। আকস্মিক ভাবে ব্লাড প্রেসার রোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার তিনি ইন্তিকাল ফরমাইয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে···রাজেয়ুন

মরহুম হযরত মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানীর ইনতিকালে সমগ্র মুসলিম জাতির, বিশেষ করিয়া আহলুল হাদীস জামাআতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল। দীনী 'ইলমসমূহে তাঁহার গভীর জ্ঞান, দীনী অনুষ্ঠান সমূহের প্রতি তাঁহার অতুলনীয় নিষ্ঠা, সর্বোপরি তাঁহার অপরসীম হিল্‌ম ও তাহাম্মুল তাঁহাকে মনুষ্যত্বের ও ইসলামের অতি উন্নত শিখরে সমাসীন করিয়া রাখিয়াছিল। কুড়ি বৎসর যাবত তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার মধ্যে যে সকল গুণ-গরিমা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা এ যমানার 'আলিমদের মধ্যে খুবই বিরল।

হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্র সমূহে তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাহ্‌কীকের কথা সকলেই অবগত আছেন। এতদ্ব্যতীত ইসলামী আকায়িদ, ইসলামী ফালসাফা-দর্শন এবং সাহিত্যেও তাঁহার যে অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য ও অসামান্য জ্ঞান প্রকাশ হইতে দেখিতাম তাহাতে আমি তাঁহাকে এ যমানার ইব্‌ন তাইমীয়া বলিয়া অভিহিত করিতাম।

"আলিমদের ইনতিকালে দুনয়া হইতে দীনী 'ইল্‌ম উঠিয়া যাইবে"—রসূলুল্লাহ সঃ র এই বাণীর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত হইতেছে মওলানা মরহুমের ইন্‌তিকাল। কারণ, মওলানা মরহুম তাঁহার 'ইলম নিজ সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। হতভাগ্য আহ্‌লুল্‌-হাদীস জমা'আত! মওলানা মরহুমের ইল্‌ম বিতরণের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাই এ জমা'আত করিতে পারে নাই। জমা'আতী ভাই-বোনদের খিদমতে আরয, এখনও যে সকল বিচক্ষণ আহলুল-হাদীস আলিম জীবিত আছেন তাঁহাদের ইলম-বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিবার জন্য অগ্রসর হউন।

সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিনীত প্রার্থনা, আল্লাহ তা'আলা মওলানা মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদওসে স্থান দিয়া তাঁহাকে ধন্য করুন, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের মর্য্যাদা কায়িম রাখুন এবং জামা'আতী ভাইদেরে তওফীক দেন যেন তাঁহারা দীনী ইল্‌মের খিদমতে অগ্রসর হন। আমীন, সুম্মা আমীন।

www.ahlehadeethbd.org